নর ও নারায়ণ।

পৌরাণিক একাঙ্ক নাটক।

প্রণেতা—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফাল্গুন, সংবৎ ১৯৭৬।
মার্চ্চ, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ

মূল্য বাঁধা এক টাকা, আবাঁধা বার আনা
ডাক মাশুলাদি—চারি আনা

নর ও নারায়ণ ।

সমস্ত স্বত্বাধিকার রক্ষিত। গ্রন্থকারের
লিখিত অনুমতি বিনা সাধারণের
অভিনয় নিষিদ্ধ

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
১১নং জয়গোপাল ভট্টাচার্য্যের লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা
ও
অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস,
২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূর্ব্ব-পীঠিকা।

দেবর্ষিদ্বয় নর ও নারায়ণ ব্রহ্মার মানস-পুত্র ধর্ম্মের ও দক্ষ তনয়া মূর্ত্তির পুত্র ছিলেন নারদাদি ঋষিগণ ইঁহাদিগকে পরমাত্মার পূর্ণ-অবতার, আর কেহ কেহ তাঁহার কলার অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ইঁহাদিগকে ভগবানের চতুর্থ অবতার বলিয়া উক্ত আছে অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে নারায়ণ, পরমাত্মার অবতার, এবং তাঁহার ভ্রাতা নর, পাণ্ডব অর্জ্জুন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন দেবর্ষিরূপে অবতরণ সময়ে ঋষিদ্বয় অসাধারণ প্রভব সম্পন্ন ছিলেন কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিয়া, একেবারে মোক্ষের আশয়ে তাঁহারা কঠোর তপস্যা করেন ধর্ম্ম উপদেশ ও আচরণ করা তাঁহাদের প্রধান ব্রত ছিল দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের উৎকট তপশ্চরণে উৎকণ্ঠিত হইয়া, দেবর্ষিদিগের তপোভঙ্গ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন দেবেন্দ্রের এই ভয় মনে উদয় হইতেছিল, যে পাছে তাঁহার ইন্দ্রত্ব, তপস্যার প্রভাবে, উক্ত মুনিগণ কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে হতশ্রী করেন বাসবের প্রবোচণায়, অনঙ্গ—বদরী আশ্রমে গিয়া অপ্সরাগণ, বসন্ত, সুমন্দ সমীরণ ও রমণী কটাক্ষরূপ শর সমূহ দ্বারা দেবর্ষিদিগকে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন অপ্সরোদিগের সুললিত ও চিত্ত আকর্ষক প্রেম সঙ্গীত ও বিবিধ প্রলোভনে তাপসদিগের মন বিচলিত হইল না তাঁহারা বেশ বুঝিয়া ছিলেন যে, এ সব ইন্দ্রের কৃত উপদ্রব কিন্তু ক্ষমাগুণে তাঁহারা কাহাকেও শাপগ্রস্ত করিলেন না। সকলের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া অতি যত্নে আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন নারায়ণ, অসীম তপোবলে, উর্ব্বশী প্রভৃতি অতিশয় সুন্দরী নারীগণের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের সে রূপলাবণ্য দেখিয়া অপ্সরাগণ আপনাদের রূপ, দেবর্ষি সৃষ্ট যুবতীদিগের রূপের তুলনায় কিছুই নহে বুঝিয়া লজ্জিতা হইল উদার মতি নারায়ণ সেই সকল সুন্দরী, দেবরাজকে উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন নারায়ণের অসীম তপোবল ও উভয় ভ্রাতার শম-দমশীলতায়, দেব-কন্যাগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেবর্ষিদিগের শরণাগত হইয়া গেল তাহারা স্বর্গের সুখ ত্যাগ করিয়া দেবর্ষিদিগের বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়া, বদরী-আশ্রমে অবস্থিতি করিবার বাসনা প্রকাশ করিল নারা-

য়ং নানা উপদেশ দিয়, কৃষ্ণ অবতারের সময় তাহাদিগকে রাজকুমারী রূপে বিবাহ করিবেন আশা দিয়া আপনাদের আশ্রম হইতে বিদায় দিলেন দেবী-ভাগবত মহাপুরাণের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়া এ নাটক রচিত হইল।

কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির অনিষ্টকারিতা এবং প্রকৃত তাপসগণের মনে এ সকল প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারই ছবি এ নাটকে দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে ইন্দ্রের কার্য্যোতে বেশ বোধ হইতেছে, মায়ার ছলনে, তামসিক অহঙ্কারের ও স্বার্থপরবশ হইয়া দেবতাগণও বিদ্বেষপরায়ণ ও একজন অপরের বিরোধী হইতেন নর-নারায়ণের পবিত্র চরিত্র ও কাম ক্রোধ লোভ-বিজয়ীর অপূর্ব্ব উদাহরণ, সকল কালে-ও সকল নর নারীর অনুকরণীয় অপ্সরোগণের পরিচয়, উত্তমা, মধ্যম ও অধমা স্ত্রীলোক, পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী রমণীর লক্ষণ ও প্রকৃতির স্বরূপ এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে তিন প্রকার অহঙ্কার— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কারই সংসারের মূল ও তাহাদিগের ভেদাভেদ, ও সঞ্চিত, বর্ত্তমান, প্রারব্ধ কর্ম্মের কথাও এ নাটকে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।—নাটকের উপযোগী নূতন নূতন গান ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি বলাবাহুল্য, দোষগুণের বিচার পাঠক-পাঠিকার হাতে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বারাণসী

২১শে ফাল্গুন, সংবৎ ১৯৭৬

৪, মার্চ্চ ১৯২০ খৃষ্টাব্দ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	কিংবা	কিম্বা
২	৯	খুসি	খুসী
২	১৭	কিংবা	কিম্বা
৩	৩	শ্যা'ল	শ্যাল
৩	১১	পড়্‌চে'	পড়্‌চে,
১৬	১	পত্রাঙ্ক উল্টা হইয়াছে	১৬
২০	৯	করুণ	করুন
২১	৮	তোষিতে	তুষিতে
৩৮	২০	ন'ই	ন'ই
৪৫	৯	শঙ্কিনী	শঙ্খিণী
৪৬	৭	আসিতে	আসিতে
৫২	১৬	অধীনী	অধিনী
৫৫	১৭	প্রেমিকেব	প্রেমিকের
৬০	১২	খুসি	খুসী
৬০	১৩	খ'সী	খ'সি
৬৩	২০	প্রা'	প্রাণে
ঐ	ঐ	বাঁচ'ব	বাঁচ বো
৬৩	২১	বমণী	রমণী

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

নর ও নারায়ণ ... ... ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্ম্ম ও দক্ষ-তনয়া মূর্ত্তির গর্ভজাত দেবর্ষিদ্বয়, অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে নারায়ণ বিষ্ণুর অবতার, এবং নর পাণ্ডব অর্জ্জুন

ইন্দ্র ... ... দেবরাজ

কামদেব ... ... দেবতা

বসন্ত ... ... ঋতুরাজ ও কামদেবের সহচর।

স্ত্রীগণ

রতি ... ... কামদেবের স্ত্রী

রম্ভা, মেনকা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা,
মহাশ্বেতা, সোমদা, প্রমদ্বরা, সুকেশী,
চন্দ্রপ্রভা, বিদ্যুন্মালা প্রভৃতি ... ... স্বর্গের অপ্সরাগণ

উর্ব্বশী প্রভৃতি... .... { দেবর্ষি নারায়ণের তপোবল সৃষ্ট কন্যাগণ

নর ও নারায়ণ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাচল বদরিকাশ্রম—গঙ্গাতীরবর্ত্তী আশ্রম

[নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় ধ্যানে মগ্ন—ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র (স্বগতঃ) উঃ, তপস্যা ক'রে ক'রে ঋষি দু'জনের কি তেজই হ'য়েছে যেন দু'টি সূর্য্য দীপ্তি পাচ্চেন এঁদের এ ঘোর তপস্যা কিসের জন্য? এঁরা কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কিংবা সূর্য্য হ'তে চা'চ্চেন হ'তেও পারে, আমার ইন্দ্রত্বের উপর নজর প'ড়েছে এঁরা পূর্ণ হাজার বছর তপস্যা ক'রেছেন এঁদের তপস্যায় সমস্ত জগৎ তাপিত হ'য়ে উ'ঠেচে এই জন্য আমার মনে বড় চিন্তা হ'চ্চে এঁরা সকল সময়েই ধ্যানে মগ্ন শুনে'চি, গায়ত্রী পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ ক'চ্চেন এঁদের তপস্যা সিদ্ধ মনোরথ হ'লে আমার সিংহাসন নিশ্চয় কে'ড়ে নেবেন —ইন্দ্রপুরী, ঐশ্বর্য্য, দেবতাদের উপর প্রভুত্ব সবই যাবে

থাকবে এমন করা যায় কি? যা'তে এঁ'দের তপস্যা ভঙ্গ হয়, তাই করা যা'ক তা'র জন্যই ত আমি ইন্দ্রপুরী ছে'ড়ে এখানে এ'সেচি ত' প্রথম খুব লোভ দেখাই দারুণ লোভের হাত এঁ'রা এড়াতে পারবেন না এতে যদি কৃত-কার্য্য না হই, কাম, ক্রোধের উৎপাদন ক'রে দোবো। তা' হ'লেই জপ-তপ উড়ে যা'বে (ঋষিদ্বয়ের সম্মুখে অগ্রসর হইয়, প্রকাশ্যে) তাপসগণ আপনাদের তপস্যার কি উদ্দেশ্য আমায় বলুন? (স্বগতঃ) ক'ই, কিছুই ত বলচেন না (প্রকাশ্যে) আমি আপনাদের তপস্যায় বড় খুসি হ'য়েচি (স্বগতঃ) ক'ই এতেও ত চোক খু'ল্লেন না, (প্রকাশ্যে) আপনাদের বর দিতে এসেচি আপনার যা' চাইবেন, তাই দোবো অদেয় হ'লেও দোবো হে মহাভাগ আপনারা বর চা'ন (চীৎকার করিয়া) শীঘ্র চান্, দেরি করবেন না চোক খুলুন সময় বৃথা নষ্ট করবেন না (স্বগতঃ) তাই ত, এঁ'রা মনকে খুব বেঁধে নিয়েচেন উত্তম বরের লোভ দেখালুম তা'তেও ভু'ল্লেন না ধ্যান কোন রকমে ভাঙ্গল না। কিংবা ভিট্‌কিলিমি ক'রে ব'য়েছেন —আপনাদের ঋষিপানা দেখা'চ্চেন —আচ্ছ, আমার কাছে তপস্যা ভঙ্গ করবার আরও উপায় আছে —ভীষণ মোহিনী মায়া দেখান যা'ক (প্রকাশ্যে) ঋষিগণ, ঐ বাঘ আসচে, বাঘ আসচে —শীঘ্র শরীর রক্ষা করুন (নেপথ্যে ব্যাঘ্রের চীৎকার) এই যে এ'ল ব'লে। (স্বগতঃ ক'ই, এতেও ত চৈতন্য হ'ল না (প্রকাশ্যে) উঃ, ঐ যে একটা ভয়ানক সিংহ এদিকে আসচে। (নেপথ্যে, সিংহের গর্জ্জন) এইবারেই প্রাণ বাঁচান দায়

মুনিগণ শরীর থাক্‌লে সব কিছু উঃ, কি বড় সাপ — এ'ল ব'লে কাম্‌ড়ালে কাম্‌ড়ালে (নেপথ্যে, সর্পের ফোঁস্‌ফোঁসানি শব্দ) ঐ শ্যা'ল ডাক্‌ছে—অশুভক্ষণের লক্ষণ (নেপথ্যে, শৃগালের ডাক) ঋষিদ্বয় বড় বিপদ, সাবধান হো'ন (স্বগতঃ) ক'ই, এ'তেও ত তাপসের ভয় পে'লেন না তবে ঝড়, তুফান বজ্রাঘাতের ভয় দেখাই (প্রকাশ্যে) উঃ, কি মেঘ ক'রেচে! (নেপথ্যে, মেঘগর্জ্জন) কি কড়্‌কড়ানি শব্দ, ঐ যে বাজ্‌ পড়্‌'ল হাওয়ার জোর খুব হ'য়েচে ঐ যে আশ্রমের চারিদিকে—বন-জঙ্গলে আগুন ধ'রেচে! আশ্রমের কুটির বুঝি জ্বলে গঙ্গা'য় তুফা'ন ভা'রি হ'চ্চে ঐ যে শিল পড়্‌তে লাগ্‌'ল বড় বড় শিল তাপসদের গায়ে পড়্‌চে' মাথাতেও বড় পাথরের মত কি পড়্‌'ল আমাদের মাথায় পড়্‌লে আমরা অজ্ঞান হ'তুম। বৃষ্টিও খুব জোরে এ'ল। হায়, সাধুর ভিজে যা'চ্চেন (চীৎকার করিয়া, প্রকাশ্যে) দেবর্ষিগণ! চক্ষু খুলুন, দেখুন—দেখুন, কি ব্যাপার হ'চ্চে (স্বগতঃ) ক'ই কিছুই হ'ল না মুনির নিশ্চিন্ত—কোন সাড়া শব্দ নেই কিছুতেই ভয় পে'লেন না তবে অন্য উপায় দেখা যা'ক এঁ'দের তপস্যা বড় কঠোর, কিন্তু আমিও দেবরাজ ইন্দ্র দেখা যা'ক কোথাকার জল কোথায় মরে আমি, কামদেব, রতিদেবী, বসন্ত ঋতুরাজ আর অপ্সরাদের ডে'কে পাঠাইগে তা'রা মনে ক'ল্লে এক মুহূর্ত্তে তপস্যা টপস্যা ঘুরিয়ে দেবে তবে আমি ইন্দ্রপুরীতে যাই

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

[ঋতুরাজ বসন্তের প্রবেশ

বসন্ত (স্বগতঃ) ঋষিরা ত ধ্যানে মগ্ন কিন্তু আমি অসময়ে এ পর্ব্বতে আবির্ভূত হ'লুম অকালের জিনিস সবই অধিক মিষ্ট লাগে আম, কাঁঠাল, বকুল, পলাশ, শাল, তাল, তমাল গাছে, কচি কচি পাতা গজিয়েচে, কোন কোন গাছ এ'র মধ্যেই ফুলে ঢে'কে গে'চে (নেপথ্যে কোকিলের ধ্বনি) ঐ যে কোকিল ডে'কে উঠ্'ল আর আর পাখীরাও গান ক'র্চ্চে ঐ যে বন-লতা সুন্দরী ফুলের পোষাক প'রে যেন তরুগণকে আলিঙ্গন ক'চ্চে। ময়ূর ময়ূরী আনন্দে না'চ্চে শুক শারী কপোত কপোতী গাছের ডালে বো'সে, পরস্পরকে যেন প্রিয় সম্ভাষণ ক'চ্চে হরিণ হরিণীর সঙ্গে, আর আর প্রাণিগণ আপন আপন প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে আনন্দে প্রেমে আসক্ত হ'য়ে, রতিপতির পূজায় মগ্ন সুগন্ধি মলয়-বাতাস ফুর্‌ফুর্‌ ক'রে বইচে সকল জীবের যেন এখন জগতে আর কোন কাজ নেই কেবল প্রেমের আনন্দে মত্ত সময় এমনই আনন্দময়, এমন প্রেমের ভাবের উদ্রেক হ'য়েচে যে, জিতেন্দ্রিয় মুনিদের মন ট'লে যায় নিশ্চয় দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে যে কাজে নিযুক্ত ক'রেচেন, আমি তা'তে কৃতকার্য্য হ'ব এ তপস্বি দের গর্ব্ব ভ'ঙ্গবেই ভা'ঙ্গবে তপ্‌, টপ্‌, এখনই কে থায় কর্পূরের মত উপে যা'বে

[কামদেব ধনুতে পঞ্চবাণ যোজনপূর্ব্বক দ্রুতপদে রতিদেবীর সহিত প্রবেশ।

কাম। ঠিক সময়েই এ'সেচি (বসন্তকে দেখিয়া) এই যে সখা বসন্ত ঋতুরাজ আগে হ'তেই বর্ত্তমান

বসন্ত দেবেন্দ্রের কাজে কি দোষ করতে পারি ?

কাম তা' ত বটেই

রতি (কামের প্রতি) দেখ নাথ ঋষি দু'জনকে দেখ

কাম কি দেখ্‌বো ?

রতি কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, যেন এক পরমাত্মা দুই হ'য়ে বিরাজমান

কাম আমার পঞ্চবাণের বিষ এক এক বিন্দু লাগ্‌লে, জপ তপের অভিমান, সূর্য্যের উদয়ে কুয়াসার মত কোথায় চ'লে যা'বে, তা' ঋষিরাও বুঝ্‌তে পারবেন না

রতি এ মহাপুরুষদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত আপনি জানেন কি ?

কাম জানি বই কি, এঁ'রা মহাত্মা ধর্ম্মের পুত্র

রতি ধর্ম্ম কে ?

কাম ব্রহ্মার পুত্র

রতি আর কিছু পরিচয় আছে ?

কাম ইনি ব্রহ্মার হৃদয় হ'তে উৎপন্ন হ'য়েছিলেন

রতি তবে ইনিও ঋষি ছিলেন ?

কাম । অবশ্য, কিন্তু গৃহস্থধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর দক্ষের দশ কন্যাকে বিবাহ ক'রেছিলেন

রতি তাঁ'র কয় পুত্র ?

কাম চার হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ

রতি । নর ও নারায়ণের মাতার নাম ?

কাম দক্ষ তনয়া—মূর্ত্তি

রতি হরি ও কৃষ্ণ কি তপস্বী ?

কাম তাঁ'রা যোগ অভ্যাসে নিরত, আর যে এই দুই মহাত্মাকে দেখ্‌চ' এঁ'রা তপস্বিদের অগ্রগণ্য ।

রতি অগ্রগণ্য তা'র সন্দেহ কি,—প্রশান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশ

কাম এঁ'র এই গঙ্গাতীরে পূর্ণ হাজার বছর ধ'রে তপস্যা ক'রেচেন আর এখন ক'চ্চেন

রতি কি মন্ত্র জপ করেন ?

কাম পরব্রহ্ম-মন্ত্র গায়ত্রীকে—

রতি তাঁ'রা কিসের জন্য জপ ক'চ্চেন ?

কাম একেবারে মুক্তি হ'বার জন্য

রতি এঁ'দের এক হাজার বছরের অধিক সময়ের তপোবল, একদিনের চেষ্টায় নষ্ট হওয়া বড় কঠিন।

কাম তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'চ্চি।

রতি কেন ?

কাম। প্রিয়তমে! তুমি কি আমার ক্ষমতার বিষয় ভু'লে গে'চ

রতি তোমার ক্ষমতা অসীম

কাম তবে কেন তুমি আমার উৎসাহ ভঙ্গ ক'চ্চ ?

রতি। আমি দেবরাজের কাজে তোমার উৎসাহ ভঙ্গ কি ক'ত্তে পারি ?

কাম এ সংসারে দেব, দৈত্য ও মানবের মধ্যে কে আছে, যে আমার শরে বিদ্ধ হ'য়ে, আমার বশীভূত না হয়

বসন্ত সকলেই বশীভূত—

কাম নিশ্চয়,—বিশেষ তুমি যখন সহায়

বসন্ত আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমার জীবনের প্রধান ব্রত মনে করি

কাম আমি আপনার মুখে অধিক কি ব'ল'ব, আমার বাণের পরাক্রমে ব্রহ্মা, শিব, চন্দ্র, অগ্নি, এমন কি দেবরাজ পর্য্যন্ত যখন বিমোহিত, তখন এ ঋষি দু'জন ত কি ছার.

রতি কেবল ঋষি নয়

কাম তবে আর কি ?

রতি আপনার কি মনে পড়্‌চে ন ?

কাম। না।

রতি নারদ প্রভৃতি মুনিগণ এঁ'দের পরমাত্মার পূর্ণ অবতার বো'লে বর্ণন ক'রেচেন জগতের মঙ্গলের জন্য এঁ'রা ঋষিরূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হ'য়েচেন এখন এঁ'রা কর্ম্মত্যাগী, বিশ্বের ধর্ম্ম-উপদেষ্টা ও সদাচরণের আদর্শ

কাম সে যাই হ'গ, এখন প্রভুর কাজ ক'ত্তে এ'সে আর ভাল মন্দের বিচারের প্রয়োজন নেই, দেবেন্দ্র যে আজ্ঞা ক'রেচেন, সেই মত কাজ করা কর্ত্তব্য এ তপস্বিদের তপোনষ্ট ক'ত্তেই হ'বে (নর ও নারায়ণের প্রতি) ঋষিদ্বয়! চোক খুলুন্ অনেক তপস্যা হ'য়েচে এখন একটু সংসারের মধ্যে যা' বড় প্রিয়তম সুখ, তা'র অন্বেষণ করুন

বসন্ত (নর ও নারায়ণের প্রতি) আমার অসময়ে আনীত বসন্ত ঋতুর বিভব দেখুন সুগন্ধি ফুল শুকুন্ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মলয় বাতাসে তপো-ক্লেশ দূর করুন আর রমণীর প্রেম-সুধা পান ক'রে যদি অমর হ'তে চান, তবে রতি সতির ভজনা করুন।

কাম ক'ই, এঁ'রা যেন চেতন শূন্য,—পাথরের মত বোধ হ'চ্চেন। (চিৎকার করিয়া) দেবর্ষিগণ! আপনাদের মঙ্গলের জন্য দেবরাজ্ ইন্দ্র আমাদের এখানে পাঠ্‌য়েচেন আপনারা চক্ষু খু'ল্লেই বড় সুখের দৃশ্য দেখ্‌তে পা'বেন

বসন্ত (নর ও নারায়ণের প্রতি) তা'হলে আর বৃথা কাজে শরীর মাটি ক'ত্তে হ'বে না

কাম আর দেরি করবেন না যদি আমার কথা না শোনেন, তবে আমার পঞ্চ শরের শক্তি কি রকম এখনই অনুভব করবেন

রতি এঁদের ভয় দেখান বৃথা লোভের এঁরা বশ ন'ন এ কথা দেবরাজের মুখে শুনে'চেন

কাম আমি বাসবের কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়েচি, যে তাঁ'র অভিলষিত কাজ আজ করবো

রতি যদি সম্ভব হয়

কাম সম্ভব হ'বে না কেন ?

রতি আপনি ত ব'ল্লেন এঁ'রা পরব্রহ্মমন্ত্র গায়ত্রী জপ ক'চ্চেন

কাম এ ত আমার শোনা কথা, ঠিক জানি না তবে আমি সাহস ক'রে বলতে পারি, যদি এই তপস্বিরা ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বরের অথবা সূর্য্যের ধ্যান ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁ'দের নিশ্চয় বশীভূত ক'ত্তে পারবো তা' হ'লেই প্রভুর কাছে আমার মান থাকবে, আর পতিপত্তিও হ'বে

রতি কিন্তু যদি এঁ'রা সত্যই দেবীভক্ত হ'ন ?

কাম তা' হ'লেই মুস্কিল

রতি কেন ?

কাম তপস্বিদ্বয় যদি দেবী মহাশক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন, তা' হ'লে আমার বাণ তা'দের মনকে বিদ্ধ ক'ত্তে পারবে না

রতি সত্য না কি এ ত এখন নতুন কথা ব'ল্লেন। আমি ত কিছু পূর্ব্বে, আপনার মুখেই শুনি'চি, আপনার বাণ থেকে কারুরই নিস্তার নেই .

কাম দেবীভক্তগণ কামরাজ মহাবীজমন্ত্র চিন্তা ক'ল্লে, আমি তাঁ'দের কখনই বশ ক'ত্তে পারিনি—পারবোও না (ক্ষণকাল চিন্তা

করিয়া) দেবরাজ আমার কাজের সাহায্যের জন্য স্বর্গীয় বারাঙ্গনাদের পাঠিয়েছেন। তাঁ'দের আসতে এত দেরি হ'চ্ছে কেন?

বসন্ত — ঐ শুনুন, গান আরম্ভ হ'ল। তাঁ'রাই বোধ হয় আসচে।

গান *

কুহু কুহু ডাকিছে কোকিল মজাতে রমণী মন।
মন্দ মলয় পবন বহিতেছে মন্ মন্
ক'রে বিরহিণী মন, খুব উচাটন॥
মনোরম মধু মাসে, মেতে প্রেমের উল্লাসে,
ভ্রমর ভ্রমরী পাশে, ফেরে ভন্ ভন্
গুন্ গুন্ রব ধরি মধুকর মধুকরী
করিতেছে ত্বরা করি, মধু আহরণ
ময়ূর ময়ূরী সনে নাচিতেছে ফুল্ল মনে,
হরিণ হরিণীগণে প্রেমেতে মগন
শুক শারী অবিরত, আর পাখী কত শত,
ধ'রে তান মনোমত মাতাইছে বন॥
প্রকৃতি সুন্দরী আজ, পরে চারু ফুলসাজ
হরিতে রমণী-লাজ রত অনুক্ষণ
এ সময়ে কান্ত বিনা, কান্ত [illegible]।
মরমেতে হয়ে দীনা, করিছে রোদন।
কেহ ছে'ড়ে অভিমান, সহে মদন-বাণ,
যারে তারে প্রেমদান করে,—সঁপে মন
যা'র প্রেমে যেই রসে, সদা প্রেমের লালসে,
সে রবে তা'রি বশে, ভজিবে মদন।

* বসন্তবাহার — আড়াঠেকা

রতি এ ত বসন্তের গলা বোধ হ'চ্চে

নেপথ্যে —(কোকিলের কুজন, ভ্রমরদের ঝঙ্কার)

কাম (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে আমার দলবল সব এদিকে আসচে উঃ দেবরাজের কি অপূর্ব্ব শক্তি ! আঠার হাজার অপ্সরাগণকে এত অল্প সময়ের মধ্যে পাঠিয়েচেন. আচ্ছা, আমিও অদৃশ্যভাবে পঞ্চ-শরে ঋষিদের হৃদয়কে বিঁধে ফেলি রতিদেবী—তুমিও আমার সহায়তা কর সখা বসন্ত, তুমি আমার সেনাদের শীঘ্র এখানে ডে'কে নিয়ে এ'স

বসন্ত আচ্ছা

কাম কিন্তু একটী কাজ ক'রো

বসন্ত কি ?—অনুমতি করুন

কাম। আঠার হাজার অপ্সরাদের এ আশ্রমে সকলের স্থান হওয়া অসম্ভব এই জন্য ও'দের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাহাড়ের চার দিকে দাঁড় করিয়ে দাও গে।

বসন্ত তবে আমি যাই

কাম শোন, ও'দের এমনভাবে দাঁড় করাবে যা'তে, যদি মুনিরা চোক খুলেন, তবে অপ্সরাদের যেন দেখ্‌তে পান, কথাবার্ত্তা আর গান শুন্‌তে পান, আর অঙ্গভঙ্গিও নজর পড়ে

বসন্ত আচ্ছা, তাই কর্‌বো

কাম। রতিদেবি। চল আমরাও একটু নিভৃত স্থানে গিয়ে, কাজ আরম্ভ করিগে।

রতি নাথের যা' অভিরুচি

[সকলের প্রস্থান

নেপথ্যে—গান। *

খেলিতে প্রেমের খেলা, যদি চাও অনুক্ষণ
কর স্মর কর সবে মিলে তাঁহার ভজন
যাঁর ধনুক অতুল, সুচারু পলাশ ফুল,
ধনুকের গুণ যাঁর ভনভনে অলিগণ
সুবিমল সুধাকর, যাঁ'র ছাতা মনোহর,
—খরতর বাণ রসালের বোল সুচিকণ ॥
মলয় পবন যাঁর, ফেরে ঘোরে অনিবার
মদমত্ত হাতী হ'য়ে, মাতাতে প্রণয়ী-মন
সুকণ্ঠ কোকিলগণে, মিলিয়া কোকিল সনে,
গায় যাঁ'র স্তুতি গান, ভুলাতে রসিক-জন।
রতিদেবী মনোরমা, ত্রিলোকে নাহি উপমা,
ছায়ারূপে ফিরে যাঁর, চিত্ত ক'রে বিনোদন
সুন্দর বসন্তরাজ, প'রে অনুপম সাজ,
যাঁর সহচররূপে, ফেরে প্রফুল্ল-বদন।

[কোকিলের কূজন ও ভ্রমরের ঝঙ্কার আরম্ভ হইল,
মহর্ষিদ্বয় প্রবুদ্ধ হইলেন।]

নারায়ণ (স্বগতঃ) একি! অসময়ে আজ বসন্তকাল উপস্থিত হ'ল কেন? দেখ্‌ছি সকল প্রাণীই প্রেমে বিহ্বল সকলেই অনঙ্গের শরে প্রপীড়িত। হঠাৎ আজ কাল-ধর্ম্মের এ রকম বিপর্য্যয় হ'ল কেন? কিছুই বুঝ্‌তে পা'চ্ছি না। (প্রকাশ্যে, নরের প্রতি) আজ কিছু আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে কি?

নর। অতিশয়।

* ইমনকল্যাণ—আড়া

নারায়ণ ঐ দেখ গাচ সকল ফুলে শোভা পা'চ্চে

নর নিশ্চয়ই

নারায়ণ কোকিলের মধুর আলাপ শুন্‌চ' কি ?

নর বড়ই মধুর

নারায়ণ ভ্রমরের ঝঙ্কার শুন্‌তে পা'চ্চ কি ?

নর খুব পা'চ্চি—বড়ই মিষ্ট বোধ হ'চ্চে

নারায়ণ বসন্তকাল যেন সিংহরূপ ধ'রে আশ্রমে উপস্থিত হ'য়েচে বোধ হ'চ্চে

নর আমিও যেন তাই বোধ ক'চ্চি

নারায়ণ। পলাশ ফুল যেন বসন্তের নখ

নর খুব ধারাল নখ বোধ হ'চ্চে

নারায়ণ শিশিরকালরূপ হাতীকে, যেন ঐ নখ দিয়ে ফে'ড়ে ফেলেচে

নর বাস্তবিক শীতকাল একেবারেই গে'চে

নারায়ণ ভ্রাতঃ! ঐ দেখ বসন্ত লক্ষ্মী কেমন মনোহর শোভা ধ'রেচেন আমাদের এই আশ্রম যেন তাঁ'র রূপে আলোকিত হ'য়েচে

নর। যথার্থই চারিদিকে বসন্তকালের শোভা ছড়িয়ে পড়েচে

নারায়ণ। লালরঙের অশোকফুল যেন বসন্ত লক্ষ্মীর হাতের চেটো

নর অতি রমণীয় দৃশ্য।

নারায়ণ। পলাশ ফুল এঁ'র যেন চরণ

নর আমারও তাই বোধ হ'চ্চে

নারায়ণ নীলবর্ণের অশোক ফুল যেন এঁ'র শ্যামল চুলের গোচা

নর বড়ই সুন্দর বোধ হ'চ্চে

নারায়ণ ফুটন্ত পদ্মফুল যেন বসন্ত লক্ষ্মীর মুখখানি

নর   অতি প্রীতিকর

নারায়ণ   নীলপদ্ম যেন এঁ'র চোক

নর   ঠিক ব'লেচেন

নারায়ণ   বিল্বদল এঁ'র যেন পয়োধর

নর   অবশ্য

নারায়ণ   কোকিলের কুজন কেমন মধুর

নর   ঠিক যেন বসন্ত লক্ষ্মীর গলার স্বর

নারায়ণ   এঁ'র বসন কি বোধ হয়

নর   কদম্বফুল

নারায়ণ   এঁ'র অলঙ্কার কি বল দেখি ?

নর   ময়ূর ময়ূরী সকল

নারায়ণ   এঁ'র নূপুরের শব্দ কি বল দেখি ?

নর   সারস পক্ষীর ডাক

নারায়ণ   এঁ'র চলন কি ?

নর   মদ মত্ত হাঁসের গতি

নারায়ণ   এঁ'র রোম রাজি কি ?

নর   কদম্বের কেশর।

নারায়ণ   আমি বড়ই আশ্চর্য্য হ'চ্চি, বসন্ত অকালে এখানে কেন উপস্থিত হ'লেন।

নর   আমারও বিস্ময় বোধ হ'চ্চে

নারায়ণ।   বেশ বোধ হ'চ্চে ইনি আমাদের তপস্যার বিঘ্ন ক'র্ত্তে এ'সেছেন

নর   তা'তে তাঁ'র লাভ ?

নারায়ণ।   দেবরাজ ইন্দ্রের মন রাখবার জন্য

নর ক'ই দেবেন্দ্র ত এখানে নেই

নারায়ণ তাঁ'র আজ্ঞাই যত অনর্থের মূল

নর সে কি!

নারায়ণ বুঝ্‌তে পা'চ্চ না, দেবরাজ ইন্দ্র কা'র তপস্যাতে খুসী, এ ইন্দ্রের কাজ

নর দেবরাজ ইন্দ্রের কাজ

নারায়ণ হুঁ, তাঁ'রই কাজ

নর যিনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরযজাত, সাধ্বী অদিতির গর্ভে যাঁর জন্ম, ত্রৈলোক্য যাঁ'র বিভব, নিখিলের শাসক, ধর্ম্মের রক্ষক,—সেই দেবরাজের এ কাজ

নারায়ণ নিশ্চয়

নর তাঁ'র কি অন্য স্থান ছিল না। তাই ঋষিদের পবিত্র আশ্রমে এ রকম বিদ্রোহ উপস্থিত করা'চ্চেন।

নারায়ণ তপস্বিদের প্রতি তাঁ'র বিশেষ আক্রোশ

নর কি আশ্চর্য্য তা'কি সম্ভব!

নারায়ণ কাজেই ত দেখ্‌তে পা'চ্চ এখন কি বসন্ত ঋতু হ'তে পারে?

নর কখন নয় এ তীর্থবাসী তপস্বিরা কি তাঁ'র সঙ্গে মন্দ আচরণ ক'রেচেন?

নারায়ণ এখানে শান্ত স্বভাব ঋষিদের বাস, তাঁ'রা সংসার-ত্যাগী, পরের উপকার বই অপকার করেন না।

নর তবে তাঁ'দের শান্তি-ভঙ্গের জন্য এ সব গোলযোগ কেন?

নারায়ণ খালি কি শান্তি ভঙ্গ—

নর তবে আরও কি?

নারায়ণ তপোবিঘ্নের জন্য, এত উপদ্রব

নর শান্তমূর্ত্তি ঋষিদের তপোবিঘ্ন দেবরাজ ইন্দ্রের এ কাজ।

নারায়ণ তা' নয় ত কি? পুনঃ পুনঃ এ বিষয়ে সন্দেহ কেন?

নর এরূপ করবার কারণ কি?

নারায়ণ এই ভয় যে, কোন তপস্বী তপোবলে তাঁ'র ইন্দ্রত্ব কে'ড়ে না নেয়।

নর ইন্দ্র ত দেবতা, তাঁ'র এত ভয়,—না এ খল প্রকৃতির ফল

নারায়ণ স্বার্থে অভিভূত পুরুষ আপন পদ মর্য্যাদা ভুলে, কিসে শুভ, কিসে অশুভ হয়, জানতে পারে না দৈবের অধীন হ'য়ে অন্যায় কর্ম্মই করে পুণ্য কর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি থাকে না

নর বেদে উক্ত আছে দেবতারা সত্ত্বগুণ হ'তে, মানুষেরা রজোগুণ, আর অন্যান্য জীব জন্তু, পক্ষী প্রভৃতির তমোগুণ হ'তে উৎপন্ন হয়

নারায়ণ তা'তে সন্দেহ কি?

নর তবে দেবরাজ ইন্দ্র সত্ত্বগুণ থেকে উদ্ভব হ'য়ে, নিরীহ-স্বভাব তাপসদের তপস্যা ভাঙ্গতে তাঁ'র কেন মতি হ'ল

নারায়ণ তুমি জান ত, সমস্ত দেবতা ও অসুরেরা প্রজাপতি হ'তে উৎপন্ন—?

নর। জানি বৈ কি?

নারায়ণ এঁ'রা পরস্পর বিরোধ করেন কি না?

নর করেন

নারায়ণ কেন করেন?

নর। তাঁ'রাই জানেন।—বিশেষ কারণ ত দেখতে পাই না

নারায়ণ এ বড় কঠিন বিষয়, অল্প কথায় বোঝান দায় আচ্ছা, বল দেখি ক'টি যুগ আছে?

নর — এ আবার কেমন জানে? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি

নারায়ণ — সকল যুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম, এই তিন রকম ব্যক্তি দেখা যায়

নর — সর্ব্বত্রই এ রকম লোক দেখা গেছে

নারায়ণ — তা'র মধ্যে যা'রা সাধু, তাদের সদাই সত্যযুগ যা'রা অসাধু তা'দের সকল সময়েই কলি যুগ আর যে যুগে যোগ আর ক্রিয়া দুইই ব্যবস্থিত, মধ্যমদের কাছে সেই ত্রেতা আর দ্বাপর যুগ সকল সময়ে প্রত্যয়মান

নর — এ কথা ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু

নারায়ণ — আবার কিন্তু কিসের জন্য

নর — ইন্দ্র সত্ত্বগুণ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে, দেবত্ব হ'য়ে সত্য যুগের শান্তিময় ধর্ম্ম ছেড়ে, তাপসদের শত্রু কেন হ'লেন?

নারায়ণ — সাধারণতঃ, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিকে সেই সেই যুগের ধর্ম্মের মত চলাই সম্ভব কিন্তু সত্য ধর্ম্মের অনুসরণ অতি অল্প লোকেই করে

নর — এ ত কিছু আশ্চর্য্য কথা ব'ল্লেন

নারায়ণ — আশ্চর্য্য কিছুই নয়, যদি বিশেষ চিন্তা ক'রে দেখ

নর — চিন্তা ত ক'চ্চি, যতই যতক বুঝ্‌চি, কিন্তু আবার সন্দেহের হাত এড়াতে পাচ্চিনে

নারায়ণ — এক আত্মা ভিন্ন, আর সব ত্রিগুণ সমন্বিত

নর — বিষয়টা ত বোঝা কঠিন হ'চ্চে

নারায়ণ — সত্য, বিষয় অতি কঠিন, সকলের বোধগম্য নয় কিন্তু এ কথা স্বীকার কর কিনা, যে এই সংসারে সকলেই মায়ায় মোহিত

নর স্বীকার করি

নারায়ণ এই জন্যই অকপট –অটল ধর্ম্মে কারু মতি স্থির নে'ই

নর এ কথাও মানি

নারায়ণ ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিভ্রংশ ঘ'টিয়ে দে'য়

নর সংযত পুরুষদের পারে না

নারায়ণ সে রকম পুরুষ বেশী কি কম ?

নর কম

নারায়ণ আমি তাঁ'দের কথা ব'লচি না কিন্তু বেশীর ভাগ জীবের মন ইন্দ্রিয় সকলের উপর আসক্ত

নর আসক্ত বটে

নারায়ণ এই জন্য মন সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা চালিত হ'য়ে নানাভাবে বিচরণ ক'রে থাকে

নর এ কথা সত্য তা'র সন্দেহ নে'ই।

নারায়ণ এখন ত বুঝ্‌লে সকল বিশ্ব মায়ার বশীভূত।

নর মায়া সকলকে খে'লিয়ে নিয়ে বেড়া'চ্চে

নারায়ণ। এই মায়া সকলকেই মোহিত ক'রে রেখেচে তা'ই যুগে যুগে—সকল সময়েই, জগতে বিকৃতি সাধন হ'চ্চে

নর তা'র ফল ?

নারায়ণ তাও আবার ব'ল্‌তে হ'বে জীব কর্ম্মবশে অগত্যা—অধর্ম্মের আশ্রয় নে'য়

নর অধর্ম্মের আশ্রয়।—অতিশয় শোচনীয়

নারায়ণ জীবের এরূপ অবস্থা হ'লে, সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য বিষয় চিন্তা ক'রে না পে'লে তা' পা'বার জন্য ছল ক'রে, অনেক পাপ ক'ত্তে আরম্ভ করে।

নর অবশ্য করে।

নারায়ণ কার্য্যসিদ্ধির জন্য কাম ক্রোধ ও লোভের দাস হয় কি করা উচিত কি করা উচিত নয় তা'র ঠিক কর্‌বার ক্ষমতা থাকে না

নর উঃ! কি ভয়ানক অবস্থা

নারায়ণ কেবল তা'ই কি। কোন রকমে সম্পাদ যদি হয়, তা'হ'লে অহঙ্কার প্রবল হ'য়ে নিজ ভাব প্রকাশ করে।

নর সত্য না কি?

নারায়ণ। হাঁ, আর সেই অহঙ্কার হ'তে মোহের উৎপত্তি হয়।

নর মোহ হ'তে আরও কিছু উৎপন্ন হয়?

নারায়ণ। অনেক সঙ্কল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও দ্বেষ।

নর। আরও কিছু?

নারায়ণ। ক্রমে ক্রমে, আশা, তৃষ্ণা, দৈন্য, দম্ভ, ও অধর্ম্মবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এক কথায় বুঝে নাও, এই সংসার অহঙ্কার হ'তে উৎপন্ন। এই জন্য দেবতারাও এ'র হাত এড়াতে পারেন্ না

নর। দেবতারাও অহঙ্কারে অভিভূত হ'ন্।

নারায়ণ তা' নয় ত কি? এই অহঙ্কার আর এ'হ'তে যে সব বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তা'তে অভিভূত হ'য়ে, দেবতারা সর্ব্বদা অপকার-তৎপর, অসন্তুষ্ট, বিদ্বেষপরায়ণ ও এক জন অপরের বিরোধী হ'ন্

নর। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইন্দ্র এ'সব থেকে দূরে থাকতে পারেন্ না।

নারায়ণ। ইনিই প্রধান তপোবিঘ্নকারক।

নর। ইনিই প্রধান কেন?

নারায়ণ মলিন বাসনার ভারি অনুগত এঁ'র বিষয় অভিলাষ বড় প্রবল।

নর এ'র কিসের অভাব ?

নারায়ণ। অভাব থাক্ আর না থাক্, এঁ'র বিষয়-তৃষ্ণা বড় অধিক।—এঁ'র লোভের শেষ নে'ই।

নর ইন্দ্রের লোভ

নারায়ণ। লোভ মহৎ ব্যক্তিকেও বশীভূত করে

নর তা'ই ত দেখ্‌চি

নারায়ণ। লোভ পাপের আকর, ভয়ের উৎপাদক, আর নরকের রাস্তা প্রদর্শক তা'ই ইন্দ্র তাপসদের তপোবিঘ্ন করেন। এখন বুঝে নাও, ইন্দ্রাদি দেবগণও কেন অধর্ম্ম আচরণ করেন

নর ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব ত আমরা চাই না,—বিভবও চাই ন, তবে ইন্দ্রের আমাদের উপর কোপ কেন ?

নারায়ণ। পূর্ব্বেই ব'লেচি, মায়ার ছলনে ভীত হ'য়ে, আমাদের তপোভঙ্গ ক'ত্তে চা'চ্চেন এ আশ্রমে আজ যে সব উপদ্রবের আরম্ভ দেখ্‌'চ, এ নিঃসন্দেহ তাঁ'রই কাজ

নর কিন্তু সামান্য উপদ্রবে আমাদের কি ধ্যান ভঙ্গ হওয় সম্ভব ?

নারায়ণ সবই সম্ভব যদি আমাদের হৃদয়ের বল কোন রকমে কম হ'য়ে যায়

নর। সম্ভব ! আমরা পরমপুরুষ পরমাত্মার কি অংশ ন'ই। আমরা সনাতনী মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তির ধ্যান করি না ?

নারায়ণ নিশ্চয় কর

নর। আমার জানা ছিল, এ ধ্যান যাঁ'রা করেন, ভয় আর লোভ তাঁ'দের কাচে আসতে পারে না। ইন্দ্র, বহু মায়া-বিশারদ হ'লেও, আমাদের জন্য কি বিপরীত ফল উৎপাদনে সক্ষম হ'বেন ?

নারায়ণ দেবাসুর কৃত সমস্ত মায়া, সকল লোকের ঈশ্বরী—অদ্ভুত-রূপিণী পরমা প্রকৃতি হ'তেই উৎপন্ন তখন সে মায়া তাঁ'র ধ্যানকারীর প্রতি কোন প্রভাব দেখাতে পারে না —পীড়নও ক'ত্তে পারে না ইন্দ্র অসীম ক্ষমতাশীল হ'লেও আমাদের কিছুই ক'ত্তে পার্‌বেন্ না

নর বাসব ত এ সব কথা জানেন

নারায়ণ। জানেন ব'ই কি

নর। তবুও এ রকম অন্যায় আচরণ ক'চ্চেন.

নারায়ণ তা' যা'ই করুণ শেষ ফল দেখতে পা'বে —ঐ শোন গান হ'চ্চে।

নেপথ্যে—গান *

কেন কেন মিছে কর ছলনা,
এ'তে নারী আপনার হয় না,
বুদ্ধিমতী রসবতী ললনা,
খুব বোঝে শঠের প্রতারণা।
তুমি ত্ আসল কাজ করনা, ছেড়ে বাঁকা, সোজা পথে চলনা,
তা'ই রমণী তোমার হয় না,
তা'ই তা রে ভুলাইতে পার না
যদি তা'র তরে কবহ বাসনা,
ছেড়ে দাও তবে অপরের ভাবনা,
মিলায়ে নয়নে নয়ন রহনা, কখন দিওনা বিরহ যাতনা
সদা রহিবে প্রণয়িনী পাশে,
প্রেমের মধুর মধুর আশে,
মধু লুটে ছুটে ছুটে শেষে, অলির মত অলীক প্রেম ক'রো না।

রামকেলী—একতালা

তুষিবে তা'রে মধুর বচনে,
হাসিলে হাসিবে তাহারি সনে,
কাঁদিলে কাঁদিবে বিষাদ-মনে, তুষিতে—বোঝাতে সুচারু-নয়না
দিয়ে অমূল্য রতন-ভূষণ,
করে তাহার প্রফুল্লিত মন,
কর তার অনেক যতন, ভুলেও তারে দুখিত মন কর না।
পরাও চিকণ ফুলের হার,
তোষিতে মন তা'র অনিবার,
কভু প্রভু, কভু দাস হইয়ে, তাহার বিনয়ে করহ সাধনা
তবে হবে জয় রসিকা মন,
দুজন মিলে হ'বে একজন,
ঘুচে যা'বে সব দুখ, পাইবে অতুল সুখ, অমিয় প্রেমে মগনা।

নর এ'ত স্ত্রীলোকের গলা

নারায়ণ সুরকামিনীদের গীত

নর। তা'রা ঋষিদের আশ্রমে কেন ?

নারায়ণ এ'রা ত' মদন সেন এ'রাও আমাদের তপোনষ্টের চেষ্টায় এ'সেচে।

নর। কি ক'রে জান্‌লেন ?

নারায়ণ চোকের সুমুখে যে ঘটনা হ'চ্চে তা'ই দেখে জান্‌চি এ অসময়ে ঋতুরাজ বসন্ত আর বসন্ত-লক্ষ্মী আমাদের আনন্দ উৎপাদন কর্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে, সুগন্ধ মনোহর শীতল বাতাস ব'ইচে অপ্সরারা চিত্ত-আকর্ষক শৃঙ্গার রস-পূর্ণ গানে তপোবন মাতা'চ্চে ঐ যে কম বেশী আঠার হাজার কাম-সৈন্য সমস্ত পাহাড় ঘিরে ফেলেচে। জন কতক আশ্রমের দিকেও আস্‌চে ইন্দ্রের আজ্ঞা ছাড়া আর কে ক'ত্তে পারে ?

নব অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার.

নারায়ণ এখন ত বুঝ্‌লে আমাদের তপোনষ্টের জন্য দেবরাজের এ'সব আয়োজন নয় ত এ সুরসুন্দরীব কা'র হুকুমে স্বর্গ ছেড়ে এখানে আস্‌তে পারে?

নর এই যে এ'রা সকলেই আমাদের সুমুখে উপস্থিত হ'ল

কামদেব, রতি, বসন্ত ঋতুরাজ, অপ্সরাদের গান ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ।

গান *

এস এ'স সবে মিলে নেচে নেচে ফিরি চারু তপোবন
মজাব আঁখির জোরে, বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে ঋষিগণ॥
পেলে রমণীরতন, ভুলে যাবে মুনি-মন,
ছাড়ি তপঃ ধন, তুষিতে নারীর মন করিবে যতন

রম্ভা দেবর্ষিগণ আমাদের গান শুন্‌লেন্ ত?

নারায়ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) শুন্‌লুম

রম্ভা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) ভাল লাগ্‌'ল ত?

নর কাণ খোলা থাক্‌লেও, মন কিন্তু বন্ধ।

নারায়ণ এখানে কি মনে ক'রে এ'সে'চ?

রম্ভা। পুরুষের কাছে রমণী যা' ক'ত্তে আসে।

নারায়ণ আস্‌বার অভিপ্রায় ত অনেক রকম আছে। প্রকাশ না ক'ল্লে বুঝ্‌বো কি ক'রে?

রম্ভা (উচ্চ হাস্য করিয়া) বিহার ক'ত্তে —বসন্তের হাওয় খে'তে

নর কেন নন্দন কাননের বাতাস ভাল লাগ্‌'ল না, তা'ই বদ্রিকাশ্রমে!

রম্ভা। আপ্‌নাদের চিত্ত-বিনোদন ক'ত্তে

* সাহানা —খেম্‌টা।

নারায়ণ তাপসের মন কি স্ত্রীলোকের কুহকে ভোলে .

রম্ভা। (উচ্চ হাস্ত করিয়া) আমার চেহারাটি ত একবার ভাল ক'রে দেখুন।

নারায়ণ হাঁ, তোমার চোক দু'টি কমল-দলের মত।

রম্ভা আমার দেহ কেমন ?

নারায়ণ লঘু ।

রম্ভা বেঁটে—বেংখুবি ত নয়

নারায়ণ না

রম্ভা পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপেও নয়।

নারায়ণ না,—হাড়ে মাসে জড়িত কিন্তু তাল গাছের মত না হ'য়, রম্ভা গাছের মত

রম্ভা (উচ্চ হাস্ত করিয়া) আমার মাই দু'টি কেমন কঠিন, আর ঘেসা-ঘেসী পাহাড়ের মত বুকের উপর খাড়া হ'য়ে র'য়েছে। ভাল ক'রে দেখুন না

নারায়ণ (চারিদিক দেখিয়া) কি একটা বদ্ গন্ধ বোধ হ'চ্চে

নর ঠিক যেন ক্ষারের গন্ধ।

নারায়ণ। এ কোন অধমা স্ত্রীর শরীর থেকে আসা সম্ভব (রম্ভার প্রতি) তুমি যে দিকে দাঁড়িয়ে আছ, ঐ দিকের হাওয়ার সঙ্গে এ দুর্গন্ধ আস্‌চে।

রম্ভা। আপ্‌নাদের মত রসিক পুরুষ এ'গন্ধকে চন্দনের গন্ধ মনে করা উচিত.

নারায়ণ। আচ্ছা, 'ও'কথা ছেড়ে দাও, তোমার নাক কিছু উন্নত।

রম্ভা (উচ্চ হাস্ত করিয়া) তবু ত বাঁশির মত, আর আমি মহা সুন্দরী ব'লে গণ্যা।

নারায়ণ। তা' বেশ !

রম্ভা। যা'ই বলুন, আমি পুরুষ বড় ভালবাসি —ভাল মন্দের, রূপ গুণের বিচার আমার কাছে নে'ই। যখন যা'কে পাই তা'র সেবা করি।

নারায়ণ। তাপসের কাছে বেশ আত্ম পরিচয় দিলে !

রম্ভা। আরও শুনুন্। প্রেমিকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে, আমি কা'কেও ভয় করি না। পতি ত আমার নে'ই, আর গুরুজনই বা কে ?

নারায়ণ। তোমার গলাতে তিনটি রেখা দেখ্‌চি।

রম্ভা। সেও প্রেমিকের চোকে সৌন্দর্য্যের চিহ্ন ব'লে বোধ হওয়া উচিত।

নারায়ণ। প্রেমিক ত অন্ধ। কিন্তু শাস্ত্রে এ'রকম মেয়ে-মানুষদের কি বলে জান ?

রম্ভা। ন, আপ্‌নি বলুন্।

নারায়ণ। এ'প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের "শঙ্খিনী" বলে।

রম্ভা। কোন শাস্ত্রে—আর কে ব'লেচেন ?

নারায়ণ। শিব রতি-শাস্ত্রে, আর গর্গ আদি শাস্ত্রে।

রম্ভা। এ'প্রকৃতির স্ত্রীলোক খুব বিখ্যাত। তা'ই শাস্ত্রেও এ'দের কথা লেখা আছে।

নারায়ণ। এ'রা সর্ব্বদা মদনবাণে আকুল আর রসালাপে মেতে থাকে।

রম্ভা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হা—হা—হা এও কি আবার দোষের মধ্যে। এ ত নাগরীর গুণ ব'লে, নাগরকে বোঝা চাই।

নারায়ণ। আম্‌রা কি বুঝ্‌বো ?

রম্ভা। বলেন কি ! আমার রূপ দেখে, আমার মধুর কথা শুনে, দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ; কিন্নর, মানব মোহিত —এমন কি ! ভগবান

ব্রহ্মাও আমার রূপে পাগল হ'য়ে, তাঁ'র আপ্‌নার মেয়ে সন্ধ্যার পেচনে পেচনে দৌড়েছিলেন।

নর। একি সম্ভব !

রম্ভা। আমার রূপের এমনি চমক্ জান্‌বেন।

নর। তবে ত ব্রহ্মার সুনামে কালি প'ড়েছিল।

রম্ভা। রুদ্র হুঙ্কার না ক'র্‌লে, আর তা'র দরুণ ব্রহ্মার মূর্চ্ছা না হ'লে, তাঁ'র ব্রহ্মাগিরি সব মাটি হ'য়ে যে'ত।

নারায়ণ। তোমার রূপ অবশ্য খুব সুন্দর।

রম্ভা। আমার সাহসও খুব।

নর। স্ত্রীলোকের সাহস—মিথ্যা সাহস।

রম্ভা। তবে শুনুন,—আমি বিশ্বামিত্র ঋষিকেও প্রলোভন দেখিয়েছিলুম।

নারায়ণ। সত্য না কি

রম্ভা। হাঁ, কিন্তু তিনি বড় অরসিক।

নারায়ণ। কিসে ?

রম্ভা। আমার রূপের কদর্ না ক'রে, উল্‌টে আমাকে শাপ দিয়েছিলেন, তা'র দরুণ আমাকে দশ হাজার বচর পাহাড় হ'য়ে থাক্‌তে হ'য়েছিল।

নারায়ণ। তবু রূপ ত তোমার কমে নি।

রম্ভা। আমি যখন রূপ নিয়ে সমুদ্র থেকে উঠিচি, তখন রূপ আমার সঙ্গে সঙ্গে, মুনির কি কর্ম্ম তা'র বিকৃতি করেন। আমার যে রূপ পূর্ব্বে ছিল, তা'ই আবার হ'য়েচে। যা' হ'গ একটি গান শুনুন্, তা'হ'লেই মন্‌টা রসে ভরে যা'বে। কিন্তু মুকখানি নিচু ক'রে র'ইলেন কেন ?

গান *

দেখ চেয়ে দেখ দেখ, তুলিয়ে চারু বদন
মিলিলে আঁখি'ত আঁখি, আনন্দে হবে মগন
রমণী-কোমল মুখ, দেখে হয় স্বর্গসুখ,
চলে যায় সব দুখ, শুনে তার সুবচন
তাই হয়ে প্রেমাতুর, নর যক্ষ,-সুরাসুর,
রসে হয়ে ভরপুর, নারীতে মজায় মন।
দেখ বিমল অধর, তব মন-মধুকর,
কেঁপে হবে থর থর,—চাবে করিতে চুম্বন।
রূপসীর রূপ সম, নাহি কিছু মনোরম,
সকলের প্রিয়তম, দেখে, জুড়াও নয়ন।

[পেচনে হটে দাঁড়ান।

মেনকা। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) আমার দিকে একবার চেয়ে দেখুন্ আমার দেহটি কেমন স্থূল দেখুন্ দেখি।

নারায়ণ বেশ

মেনকা আমার চোক দু'টি কেমন?

নারায়ণ যেন আগুনের মত লাল টক্ টকে

মেনকা আমার চুলগুলি কেমন?

নারায়ণ ছোট।

মেনকা (উচ্চ হাস্য করিয়া) ছোট চুল ত সুন্দরীর চিহ্ন। কোকড়ানর দরুণ আপনার ছোট বোধ হ'চ্চে

নারায়ণ আমার ছোট নিশ্চয় বোধ হ'চ্চে স্ত্রীলোকের লম্বা চুলই ভাল

মেনকা (উচ্চ হাস্য করিয়া) ছি! ছি! মুখ ঢেকে যায় রেশমের কাঁচুলি আর মকমলের বিচানা তেলে খারাপ হ'য়ে যায়

* সিন্ধু-ভৈরবী—মধ্যমান

গর্ম্মির সময় বড় গরম বোধ হয় লম্বা চুল কি ভাল যা' হ'গ আমাকে নেড়ি ত কেও বলে না।

নারায়ণ। না—না, তুমি হাজারের মধ্যে একটী সুন্দরী।

মেনকা (আবও অগ্রসর হইয়া) আমার মাই দু'টি কেমন শক্ত আব ঘন—একবাব হাত দিয়ে দেখুন্ ন

নারায়ণ (স্বগতঃ) কি বেহায় . (প্রকাশ্যে) আমি ত দেখ্‌তে পা'চ্ছি, তোমার স্তন স্থূল, নিতম্ব স্থূল, নাকের ডোঁদা স্থূল, অধর স্থূল

মেনকা। একি সুন্দরীব চিহ্ন নয়?

নারায়ণ. যা'র যেমন রুচি।

মেনকা দেখুন্, আমার রূপের ফাঁদে প'ড়ে, আমাব জন্যে লালায়িত হয় ন' ত্রিভুবনে এমন কে আছে?—কেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের রুচি কি কিছু কম ছিল? ত্রিশ হাজার বচব কঠোব জপ তপ ক'রে মহা তেজস্বী হ'য়েও, আমার রূপে ভোলেন্ নি কি?

নারায়ণ তা' বেশ কথা।

মেনকা খালি কি তা'ই. দশ বচর পুষ্কর-তীর্থে আমায় নিযে পরম সুখে দিন কাটিয়েচেন। তাঁ'ব হ'তেই আমার গর্ভে ভুবন বিখ্যাতা শকুন্তলাব উৎপত্তি হ'য়েছে।

নব (স্বগতঃ) কি ভীষণ কথা! তাপস হ'য়ে এমন কামের বশ (প্রকাশ্যে) ভ্রাতঃ! এ'দের সঙ্গে এরূপ কদর্য্য কথাবার্ত্তা বন্ধ করুন। আশ্রম পবিত্র স্থান—

নারায়ণ সুন্দরীদের কথা আব একটু শোন।

মেনকা। আরও শুনুন্, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্ববসুর মনোহরণ ক'রে, আমার একটি কন্যা হ'য়েছিল

নারায়ণ আচ্ছা, একটু সবে দাঁড়াও

মেনকা কেন ব'লুন্ দেখি। আমাকে ত্রিভুবন সুন্দরী বলে, আপনার কি আমায় মনে ধ'চ্চে না?

নারায়ণ। তা' নয়, তা' নয়—

মেনকা। তবে কি।

নারায়ণ তোমার গা থেকে যেন কি একটা গন্ধ বেরুচ্চে

মেনকা অ্যাঁ, কি ব'ল্লেন্! আমার এমন রূপ—

নারায়ণ। হাঁ, রূপ খুব বটে, গায়ে কিন্তু মদের মত গন্ধ পা'চ্চি।

মেনকা আসল মদ না খে'লে, মদের মজা কি বুঝ্বেন?—ঐ'ত কেবল গন্ধ ব'ই ত নয়।

নারায়ণ। যে স্ত্রীলোকের গায়ে এরকম গন্ধ বেরোয়, রতি-শাস্ত্রে তা'কে "হস্তিনী" বলে

মেনকা। হাতিনী ব'লে ঠিক ব'লে, হাতিনী কেমন মন্দ মন্দ গতিতে চলে। সেটী কি মেয়ে-মানুষের সুন্দরী হ'বার চিহ্ন নয়।

নারায়ণ এ রকম চলন সুন্দরীর চিহ্ন বটে—

মেনকা। বটে কেন ব'ল্চেন?

নারায়ণ। যদি কদাচারিণী না হয়।

মেনকা দেখুন্, আমি সকল সময়েই মদনের বশীভূতা

নারায়ণ। (স্বগতঃ) এ'ত নির্লজ্জা কি স্ত্রীলোক হ'তে পারে। (প্রকাশ্যে) মদনের তুমি এত বশীভূতা কেন?

মেনকা। (কামদেবের প্রতি অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐ যে ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন না দিন রাত পঞ্চশর মেরে আমার মনে বিঁধে র'য়েচে

নারায়ণ। কিসে এ যন্ত্রণার শান্তি হয়?

মেনকা তা' আবার ব'ল্তে হ'বে।—পুরুষ—বিশেষ আপ্নার মত

তাপসকে দেখ্‌লে শরীর রোমাঞ্চিত হয় তা'র পর যেন জ্বরের মত সব শরীর টল্‌ মল্‌ করে,—মন গরম হ'য়ে, মনটাতে ছট্‌ ফটানি ধরে—আর বড় অসুখী হ'ই, এই জন্যই চোক যেন সদাই লাল দেখায়।

কাম। (স্বগতঃ) মেনকা আজ খুব অভিনয় ক'চ্চে কিন্তু ঋষিদের মন ত এখন টলে নি দেখ্‌'চি, আমার শর বৃথাই গে'ল

বসন্ত ঋতুরাজ (স্বগতঃ) এ'ত আয়োজন করা গে'ল, কিন্তু ফল ত কিছু দেখ্‌'চি না।

মেনকা। এখন বুঝ্‌লেন আমার চোক কেন লাল?

নারায়ণ তা' মনকষ্ট যা'তে নিবারণ হয় তা'র চেষ্টা কর না কেন?

মেনকা তা'ই জন্য ত আপ্‌নাদের কাচে এ'সেচি।

রতি। (স্বগতঃ) এই বারেই ঋষিরা রেগে শাপ না দিয়ে বসেন্‌।

নারায়ণ আমাদের কাচে!

মেনকা হাঁ।

নারায়ণ ঋষির আশ্রমে বিলাসিনীর কি কাজ?

মেনকা। আমাদের স্বামী নে'ই, এজন্য সকল পুরুষে আমাদের অভিলাষ।

নারায়ণ ছি! ও'কথা মুখে আন্‌তে নে'ই।

নর। আমাদের মন কঠিন জেনো।

মেনকা। আমাদের কাচে এমন জিনিস আছে, তা' দিয়ে পাথরের মনকে, মোমের মত গলিয়ে ফেল্‌তে পারি

নর। (স্বগতঃ) শঠতা, অধীরতা, অপবিত্রতা আর নিষ্ঠুরতা, অধমা স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক দোষ। (প্রকাশ্যে) তোমাদের সঙ্গে কি আমাদের ব'নতে পারে?

নারায়ণ তোমরা স্বর্গনিবাসিনী—সুখের পায়রা, মর্ত্তের কষ্ট কি স'ইতে পারবে ?

মেনকা দেখুন, অনেক মেয়ে মানুষের পুষ্প-শয্যা চাই, মখ্‌মলের বিছানা না হ'লে হয় না, নিতান্ত পক্ষে শিমুলতুলোর গদি আর বালিস, সাদা ধপ্‌ধপে চাদর চাই, কিন্তু আমি মনের মানুষ পে'লে গাছের তলায় ভূমি-শয্যাতেই খুসী

নারায়ণ তা' এ'সব কথা আর কেন ?

মেনকা (স্বগতঃ) কিছুতেই বাগ্‌ মান্‌চে না (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, গান শুনে একটু মনটা ঠাণ্ডা করুন

গান *

ওমুখের মধু মাখা হাসি, বড় ভালবাসি
মাতায় আমায় দিবা নিশি, সব দুখ নাশি।
আমি তব দাসী, মন অলি তোমার প্রয়াসী,
না দেখিলে হাসি, আমার মন হয় উদাসী।

[পেছনে সরে দাঁড়ান্।

ঘৃতাচী (অগ্রসর হইয়া, হাস্যবদনে) আমাকে ত্রিভুবনে সকলে সঙ্গীতজ্ঞা বলে।

নারায়ণ শুনে বড় আনন্দ হ'ল।

ঘৃতাচী গান একটি শুন্‌বেন্ কি ?

নর গান ত অনেক শুনা গে'চে—

নারায়ণ (নরের প্রতি) আগন্তুকদের বাধা দিও না

---

* মুলতান—আড়াঠেকা।

ঘৃতাচী (ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসিয়) মেনকার যে যে গুণ আচে আ'মা'তেও তা'ই পা'বেন

নারায়ণ (স্বগতঃ) স্বর্গের বারবিলাসিনীর বা'ইরের রূপ ছাড়, আর কি গুণ আচে, তা' ত কিছুই দেখ্‌তে পা'চ্চি না তবু দেখা যা'গ, এও কত বড় বেহায়া (প্রকাশ্যে) তোমার কি বল্‌বার আচে বল ?

ঘৃতাচী (ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসিয়া) আরম্ভ না ক'ত্তেই এ'ত উতলা হ'চ্চেন কেন ?

নারায়ণ। না—না, তোমার যা' ইচ্ছা বল,—যতক্ষণ ইচ্ছা বল

ঘৃতাচী (ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসিয়া) সকল লোকে আমায় চারুহাসিনী বলে

নারায়ণ সে ত প্রশংসার কথ

ঘৃতাচী (ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসিয়া) আমার কটাক্ষবাণের বড় জোর

নারায়ণ অনাহারী কিম্বা ফলমূলাহারী, শীর্ণদেহ, সংসারত্যাগী, বা'ইরের চক্ষুহীন, ঋষিদের, মেয়ে-মানুষের কটাক্ষ কি ক'ত্তে পারে ?

ঘৃতাচী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) হো—হো—কি ব'ল্লেন্

নারায়ণ কেন ঠিকই ত ব'ল্লুম

ঘৃতাচী বুড়ো বেদব্যাস ঋষিকে জা'নেন্ ত ?

নারায়ণ নিশ্চয় জানি সব ঋষির প্রধান, বেদের বিভাগ-কর্ত্তা, আঠার পুরাণের প্রণেতা, তত্ত্বজ্ঞানী,—তাঁ'কে কে না জানে ?

ঘৃতাচী তিনি আমার রূপ দেখে অজ্ঞান ! বুড়ো একেবারে, ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়িয়েছিল

নারায়ণ . এ রকম কেন হ'ল ?

ঘৃতাচী আমার রূপ আব হাব্‌ভাব্‌ দেখে

নারায়ণ তুমিও কি অজ্ঞান হ'য়েছিলে ?

ঘৃতাচী আমার আবার জ্ঞান আব অজ্ঞান কি ?

নারায়ণ। বেদব্যাস ত বৃদ্ধ।

ঘৃতাচী। তা' হ'লই বা—আমারও বুড়ো যুবোর বিচার ছিল না, না এখন আচে

নারায়ণ সত্য নাকি !

ঘৃতাচী। তা' নয় ত কি ?—তিনি ত পুরুষ বটে

নারায়ণ। পুরুষ হ'লেই হ'ল !

ঘৃতাচী। আমাব মন পুরুষেতেই মজে যায় কিন্তু—

নারায়ণ তবে আর কিন্তু কেন ?

ঘৃতাচী বেদব্যাস্ মহা তেজস্বী ঋষি আব মহাজ্ঞানী

নারায়ণ তা'তে তোমার কি ?

ঘৃতাচী। পাছে তাঁ'র মনেব বেগ শান্ত হ'লে, আমাকে শাপ দে'ন্, এই ভয় মনে হ'য়েছিল

নারায়ণ তা'র পর।

ঘৃতাচী আমি অনেক রূপ ধ'ত্তে পারি। শুকপক্ষিনীব রূপ ধ'ল্লুম —আকাশে উড়্‌তে লাগ্‌লুম

নারায়ণ। তোমার অপ্সরার রূপও ঢেকে গে'ল ?

ঘৃতাচী। শুকরূপিনী হ'লুম বটে, কিন্তু আমার রূপ সঙ্গে সঙ্গে ব্যাস ঋষি আমার শুকপক্ষিনীরূপ দেখে, আরও অধীব হ'লেন

নারায়ণ। মহর্ষি বেদব্যাস !

ঘৃতাচী হাঁ।

নারায়ণ। শেষে কি দাঁড়া'ল ?

ঘৃতাচী   তা' আর কি ব'ল্‌বো

নারায়ণ   এ'তে ব ল্লে, তা, শেষ কথাটা ব'ল্‌তে বাধ   কি ?

ঘৃতাচী   তা'র পর, তাঁ'র পুত্রের জন্ম হ'ল।

নারায়ণ   কেমন ক'রে হ'ল ?

ঘৃতাচী   সে বড় আশ্চর্য্য কথা

নারায়ণ   আশ্চর্য্য কথা !

ঘৃতাচী   কামিনীর অভাবেই সন্তান উৎপত্তি,—আশ্চর্য্য কথা নয় ?

নারায়ণ   কামিনী ত তুমি ছিলে

ঘৃতাচী   বেদব্যাস তা' ত মানেন্ না   কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে আমার রূপে মোহিত হ'য়েছিলেন   কিছুতেই স্থির থাকৃতে পা'ল্লেন্ না

নারায়ণ   তোমার রূপ কি তখন বড় বেশী ছিল ?

ঘৃতাচী   আমি ত স্থির যৌবন—তখন আমার রূপ যেমন ছিল, এখন তা'ই আচে

নারায়ণ   তোমাকে তিনি কি ব'লেছিলেন ?

ঘৃতাচী   কিছুই বলেন্ নি   কেবল আপ নার মনে দু'খান অরণি কাষ্ঠ ঘ'স্‌তে লাগ্‌লেন্

নারায়ণ   কি জন্য ?

ঘৃতাচী।   আগুন জ্ব'ল্‌বা'র জন্য

নারায়ণ   আগুন উৎপত্তি হ'ল ?

ঘৃতাচী   ত' ভাল্ ক'রে দেখি নি   তবে একটি বালক রূপ দেখ্‌লুম

নারায়ণ।   সে বালক কে ?

ঘৃতাচী   দ্বিতীয় ব্যাসদেবের মূর্ত্তি   ঋষিবর ব'ল্লেন অরণি কাষ্ঠ ঘ'স্‌তে ঘ'স্‌তে, তিনি শঙ্করের বরে, পুত্র লাভ ক'রেছিলেন

গান। *

শুন শুন রসিক সুজন, পুরুষ রতন।
মেতেছে আমার মন, লভিতে তব চরণ।
চাহি না চারু-বসন, কিম্বা রতন-ভূষণ,
যদি করহ যতন, তুষিব তোমার মন
তব মধুর বচন, হাসিতে ভরা বদন,
আর প্রিয় দরশন, পাই যেন অনুক্ষণ।
থেকো সদা মোর সনে, চাহিব না অন্য জনে,
কাটাব হরিষ মনে, সদা বিমল-জীবন।
তব প্রেম অনুপম, অতিশয় মনোরম,
সদাই যেন নূতন হ'বে না ক পুরাতন।

[পেচনে সরে দাঁড়ান

প্রমদ্বরা (অগ্রসর হইয়া) আমি ত্রিভুন সুন্দরী অপ্সরাপ্রধানা মেনকার কন্যা বিশ্ববসু গন্ধর্ব্ব-রাজ আমার জন্মদাতা পিতা মা আমায় প্রসব ক'রে স্থূলকেশ ঋষির আশ্রমে নদীর ধারে ফেলে যা'ন্ স্থূলকেশ মুনি আমায় অনাথা কন্যা দেখে প্রতিপালন ক'রেছিলেন আর আমার নাম "প্রমদ্বরা' রে'খেছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই আমি মা'র মত সুন্দরী হ'য়েছিলুম এখনও লোকের চোক্ষে বড় রূপসীদের মধ্যে, একজন রূপসী মুনিবর রুরু, যাঁ'র ভৃগুবংশে জন্ম, আমাকে দেখে স্মরশরে পীড়িত হ'য়েছিলেন তা'র পর তাঁ'র সঙ্গে আমার বেও হ'য়েছিল এখন আমি স্বর্গপুরের গন্ধর্ব্বী, যে নে'য় তা'রই স্বর্গে, মর্ত্তে, রসা-

* ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

তলে, অনেকের মন হরণ ক'রেচি কিন্তু ঋষিদেব একেবারে ভুলতে পারি নি। নাচ্‌তে গাইতেও জানি গান শুনে, আমায় পছন্দ না ক'রে থাক্‌তে পার্‌বেন্ না।

গান *

কেন হ'ল মন এমন।
বড় উচাটন, নাহি মানে নিবারণ।
বলিতে সরম হয়, কিন্তু ঢাকিবার নয়,
আগুণ জ্বলিল, যাই, হ'ল দরশন
দেখে বিমল আনন, শুনে মধুর বচন,
জোরে বাসনা বাতাস, বহিচে এখন।
তা ই মনের আগুণ, তেজে জ্বলিছে দ্বিগুণ,
বিনা প্রেমবারি, কিসে নেবে এ জ্বলন॥

[পেচনে সরে দাঁড়ান।

স্থকেশী (অগ্রসর হইয়া) আমার দিকে একবার চোক ফিরিয়ে দেখুন্। আমার কেমন কাল কুচ্‌কুচে চুল তা'তে আবার পেটে পেড়েচি —কেমন দেখা'চ্চে দেখুন্ এ ছাড় আমার ভরা যৌবন, আর রূপ ত দেখ্‌তেই পা'চ্চেন আমার এই চুলের পরিচর্য্যাতেই আমার মুখের বাহার আরও হ'য়েচে। এ'তেই কতকে ভুলিয়েচি প্রেমিক ডা'কবা'র জন্য গান গেয়ে আর গলা বাজি ক'ত্তে হয় নি। তা' আর দেরি কেন ?— মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্ একবার কৃপা চক্ষে দেখুন্

[পেচনে সরে দাঁড়ান।

* বাবোঁয়া—ঠুংরি

চন্দ্রপ্রভা (অগ্রসর হইয়া) আমার মুখশ্রীটি একবার দেখুন্। চাঁদের প্রভা ত পনের দিন অন্তর দেখ্তে পান্,—তা'ও কোন দিন কম কোন দিন বেশী। কেবল পূর্ণিমার দিন পূর্ণপ্রভা দেখেন্। যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তা' হ'লে, রোজ পূর্ণচন্দ্রের প্রভা ঘরে ব'সে দেখ্তে পা'বেন্।

[পেচনে সরে দাঁড়ান

বিদ্যুন্মালা (অগ্রসর হইয়া) রোজ এক জিনিস—আলো বা অন্ধকার কখন ভাল লাগে না আপ্নি অনেক দিন তপস্যা ক'রেছেন, চোক বুঝিয়ে অন্ধকার দেখেছেন এখন এক জেয়গায় কত শত বিদ্যুতের মালা দেখে চক্ষুর স্বার্থক করুন। আমার পদ্মফুলের মত চোক দেখে অনেকের মাথা ঘুরে গে'চে

[পেচনে সরে দাঁড়ান।

তিলোত্তমা। (অগ্রসর হইয়া) দেখুন্ দেখি, আমার গায়ে কেমন ফুলের গন্ধ আমার রূপ দেখুন্ আমি নিজের মুখে আপনার গুণের কথা ব'ল্‌তে চাই নে —তবে একটা কথা ব'ল্‌তে বাধ্য হ'চ্চি, যে, অপ্সরা, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, মানবীর মধ্যে আমার জোড়া খুঁজে পা'বেন্ না।

নারায়ণ শুনে সুখী হ'লুম।

তিলোত্তমা আমরা বারবিলাসিনী ন'ই

নারায়ণ তবে কি?

তিলোত্তমা। আমরা অপ্সরা—প্রেমদায়িকা।

নারায়ণ (ঈষৎ হাস্য করিয়া) অপ্সরা—প্রেমদায়িকা, আর স্বর্গের বারবিলাসিনীতে তফাৎ কি?

তিলোত্তমা কি আশ্চর্য্য, আপ্‌নি মর্ত্তের তাপস্ হ'য়ে স্বর্গের খপর কি জানেন!

নারায়ণ। তা' নাই বা জান্‌লুম আমরা ঘোর তপস্যা ক'চ্চি একেবারে মুক্ত হ'ব আমাদের স্বর্গের সুখ আর সেখানকার খপরের দরকার কি?

তিলোত্তমা (স্বগতঃ) তোমার তাপসগিরি ঘোচা'বই ঘোচা'ব। (প্রকাশ্যে) রমণীর প্রেম-সুধা যে পান করে নি তার মুক্তি কোথায়!

নর (স্বগতঃ) অধমা স্ত্রীলোকের হৃদয় বড়ই পবিত্রতা শূন্য

নারায়ণ বারবিলাসিনীদের হৃদয়ে প্রেম কোথা?

তিলোত্তমা বারবিলাসিনী কা'দের ব'ল্লেন্?

নারায়ণ অপ্সরাদের বলি।

তিলোত্তমা ছি! আপ্‌নি ইতিহাস জানেন্ না।

নারায়ণ ইতিহাসের কথা শোনাও

তিলোত্তমা সমুদ্র মন্থন হ'য়েছিল কি না?

নারায়ণ হ'য়েছিল

তিলোত্তমা সে সময়ে অনেক অতুল রূপশালিনী বরাঙ্গণারা সাগর থেকে উঠেছিল কি না?

নারায়ণ। উঠেছিল

তিলোত্তমা তা'দের সংখ্যা কত?

নারায়ণ তুমিই বল

তিলোত্তমা যাট কোটী,—আর তা'দের পরিচারিকার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না।

নারায়ণ সংখ্যা অনেক হ'লেই কি তাদের সতী স্বীকার ক'রে ন'ব।

তিলোত্তমা। আরও শুনুন,—তা'রা সেই ক্ষীররূপ অপ্ (জল) মন্থন দ্বারা পরিণত রস হ'তে উঠেছিল, এই জন্য তা'দের নাম "অপ্সরা" হ'য়েছিল।

নারায়ণ। তা'রা সমুদ্র মন্থনের সময় উঠেছিল ব'লে কি তা'দের পবিত্রা মনে ক'রে নিতে হ'বে?

তিলোত্তমা। কেনই বা পবিত্র মনে ক'রে নেবেন্ না?

নারায়ণ। তা'দের পতি নে'ই, অথচ অনন্ত যৌবন আর অপরিসীম রূপ আছে, আর ব্যভিচারের দরজা তা'দের কাছে অবারিত,—তা'রা পবিত্রা!

তিলোত্তমা। রূপ আর যৌবন ত প্রাকৃতিক উৎপত্তি, আর ব্যভিচার যা'কে আপ্‌নি ব'ল্‌চেন্, সে কি অপ্সরাদের দোষে হ'য়েচে?

নারায়ণ। কা'র দোষে হ'য়েচে?

তিলোত্তমা। দেব আর দানবের।

নারায়ণ। কেন?

তিলোত্তমা। সাগর মন্থনের পর তা'দের দেব দানব কেউ নিলে না, সেই জন্য তা'র "সাধারণী" হ'ল।

নারায়ণ। এ কি লজ্জার কথা নয়।

তিলোত্তমা। কিছু মাত্র নয়। যখন যে পুরুষকে আলিঙ্গন করে, সে অপ্সরা তা'রই সেই সময়ের স্ত্রী হয়।

নারায়ণ। কিন্তু বাঁধাবাঁধি কিছুই নে'ই।

তিলোত্তমা। বাঁধাবাঁধির দরকার?

নারায়ণ। ধর্ম্মের রক্ষার জন্য।

তিলোত্তমা। স্ত্রীলোকের ঐহিক প্রেম করাই ধর্ম্ম, এ'তে আবার বাঁধাবাঁধি কি? যে রকমে হ'গ, শরীরের সচ্ছন্দ হ'লেই হ'ল।

নারায়ণ বাঁধাবাঁধি না হ'লে লোকসমাজ থাকে না এ রকম সাময়িক রমণীর নামই ব্যভিচারিনী

তিলোত্তমা পুরুষের একটার জায়গায় দশটা স্ত্রীলোক রাখ্‌তে পারে, মেয়ে-মানযের বেলাই দোষ

নারায়ণ , কেবল রাখ্‌লে পুরুষের পক্ষেও মহা দোষ কিন্তু পুরুষেরা অনেক স্থলে বিবাহ করে

তিলোত্তমা বে-করা একটা ঢং

নারায়ণ ঢং কি

তিলোত্তমা এক চোকো ঠিকেদাবি

নারায়ণ না ন, পবিত্র বন্ধন

তিলোত্তমা ঠিক কথ স্ত্রীলোকেব পক্ষে লোহাব বন্ধন, আর পুরুষের পক্ষে বাঁধাবাঁধি কিছু নে'ই,—কিম্বা নাম মাত্র। আমরা দেব-কন্যা ব'লে বিখ্যাতা,—স্বাধীন, আমর পুরুষেব কাচে, এ রকম দাসীত্ব কেন ক'ব্‌বো ?

নাবায়ণ বিবাহ একটি সংস্কাব—চুক্তি নয় সতী স্ত্রীদের বিবাহ পবিত্রত রক্ষার জন্য দরকাব

তিলোত্তম। যা'রা বে ক'রেও, ডুবে ডুবে জল খায়, তা'দের কি ব ল্‌তে চান্

নাবায়ণ তা'রাও অসতী

তিলোত্তমা ঠগ বাচ্‌তে গাঁ ওজড়্—তবে সতী কা'বা ?

নারায়ণ। যা'দের সত্ত্বগুণ আচে

তিলোত্তমা। এ কথা বুঝ্‌তে পা'ল্লুম না

নাবায়ণ পৃথিবীর যা' কিছু উত্তম তা' সত্ত্বগুণ হ'তে উৎপন্ন

তিলোত্তমা। এ কথাও বুঝ্‌লুম না

নারায়ণ আদি শাস্ত্রের কথা বোঝ?

তিলোত্তমা আদি শাস্ত্র পড়ি নি, কিন্তু আদি রসে রসবতী রতি শাস্ত্রের কথা শুনে'ছি

নারায়ণ (ঈষৎ হাসিয়া) "আদি" আর "রতি" শাস্ত্র একই জিনিস। এ'কে "কোক" শাস্ত্রও বলে

তিলোত্তমা এ'তে কি আছে?

নারায়ণ এ'তে ভাল মন্দ স্ত্রীপুরুষের ভেদাভেদের কথা আছে

তিলোত্তমা এ'তে কত রকম কামিনীর কথা আছে?

নারায়ণ চার্ রকম

তিলোত্তমা কি, কি?

নারায়ণ পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী আর হস্তিনী

তিলোত্তমা সকলের চেয়ে ভাল কে?

নারায়ণ পদ্মিনী

তিলোত্তমা তা'র নীচেয় কে?

নারায়ণ চিত্রানী

তিলোত্তমা তার পর?

নারায়ণ শঙ্খিনী।

তিলোত্তমা সকলের চেয়ে মন্দ কে?

নারায়ণ হস্তিনী।

তিলোত্তমা পদ্মিনীর লক্ষণ কি?

নারায়ণ যা'দের অঙ্গের গঠন ভাল, মনোহর, আর সুলক্ষণযুক্ত

তিলোত্তমা এ'তে ত বিশেষ কিছু বুঝ্‌লুম না

নারায়ণ দেহ ছোট আর পাতলা ছিপ্‌ছিপে

তিলোত্তমা চোকের ভাব কেমন?

নারায়ণ। কমলের দলের কিম্বা হরিণের চোখের মত —নাকের ছেঁ'দা আয়ত

তিলোত্তমা কথাবার্ত্তা কেমন ?

নারায়ণ। মৃদু ও মধুর।—গলা কোকিল কণ্ঠের মতন, শুনতে ভাল।

তিলোত্তমা মুখ কেমন

নারায়ণ। হাসিতে ভরা

তিলোত্তমা। গাই কি রকম ?

নারায়ণ। (স্বগতঃ) কি লজ্জাহীনা! (প্রকাশ্যে) উঁচু ও ঘনসন্নিবিষ্ট।

তিলোত্তমা এ রকম রমণীর কটাক্ষ কি রকম ?

নারায়ণ তা'দেখে, সমস্ত ভুবনের নর-নারী বিমোহিত হয়।

তিলোত্তমা। চরিত্র কেমন ?

নারায়ণ। পতিপ্রাণা।

তিলোত্তমা অন্যের প্রতি স্নেহ মমতা কি রূপ ?

নারায়ণ। সমভাব। পর-হিত সাধনে সদাই মতি

তিলোত্তমা। আর কিছু বিশেষত্ব আছে ?

নারায়ণ গায়ের গন্ধ পদ্ম ফুলের গন্ধের মত

তিলোত্তমা। পদ্মিণী স্ত্রীলোক কি আমাদের চেয়ে সুন্দরী হওয়া সম্ভব ?

নারায়ণ। নিজেই চিন্তা ক'রে দেখ ধরাতলে কোথাও এ রকম স্ত্রী সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না

তিলোত্তমা তবে, পৃথিবীতে আমরাই সকলের চেয়ে সুন্দরী।

নারায়ণ। বা'হিরের ঠমক্ ঠমক্ তোমাদের বেশ আছে

তিলোত্তমা। সুন্দরীর আর কি চাই ?

নারায়ণ তোমরা ত সকল সময়ের জন্য এক জনের হও না, কিম্বা কারুরই আপ্‌নার হও না

তিলোত্তমা। পদ্মিনীরাই কি সকল সময়ে পুরুষের আগ্নাব হয় ?

নারায়ণ। অবশ্য হয়

তিলোত্তমা। স্ত্রীচরিত্রের বিরুদ্ধ কথা শুনালেন্

নারায়ণ না—না পদ্মিনী নারী যা'র ঘরে আছে, সে ঘর সুরলোক তুল্য, আর সেখানে শোক কিম্বা দুঃখের লেশ নেই,—সুখ সকল সময়েই বর্ত্তমান।

তিলোত্তমা হ'তে পারে, কিন্তু সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

নারায়ণ। ভগবান মহেশ্বর নিজেই ব'লেছেন, যা'র ঘরে পদ্মিনী থাকেন, সে ধনবান, পুণ্যবান ও দীর্ঘজীবি হয় সেই পুরুষই ধন্য

তিলোত্তমা। আচ্ছা, ওকথা যা'গ, চিত্রানী রমণী কি রকম ?

নারায়ণ তা'ও ব'লচি চিত্রানীর দেহ লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, মাঝারি গোচের।

তিলোত্তমা চোক কেমন ?

নারায়ণ বেশ দেখ্‌তে,—পদ্মদলের মত

তিলোত্তমা। নাক কেমন ?

নারায়ণ বেশ—তিল ফুলের মত

তিলোত্তমা। স্তনযুগল ?

নারায়ণ (স্বগতঃ) আবার সেই কথা. পুরুষের কাচে সরম হ'ল না (প্রকাশ্যে) কঠিন আর পরস্পরের ঘেসা ঘেসি স্থিত

তিলোত্তমা। দেখ্‌তে কেমন ?

নারায়ণ অতি মনোজ্ঞা,—সর্ব্বদা সেজে গুজে থাকে, কিন্তু লোভহীনা আর সুশীলা।

তিলোত্তমা যে সাজ্‌তে গুজ্‌তে ভালবাসে, সে নিশ্চয় প্রলোভনে ভোলে

নারায়ণ কোন রকম প্রলোভনে বিচলিত হয় না

তিলোত্তমা কথাবার্ত্তা কেমন ?

নারায়ণ মিষ্টভাষিণী, সকলের সঙ্গে সত্য কথা কয়, আর প্রিয় কথায় সম্ভাষণ করে

তিলোত্তমা আচরণ কি রূপ ?

নারায়ণ খুব ভাল, ধর্ম্মে সদাই মতি, দেব-পূজা তৎপর, ব্রাহ্মণে ভক্তি-পরায়ণা, দয়া আর ক্ষমা গুণের মূর্ত্তিমতী অল্পতেই মনে প্রীতির সঞ্চার হয়,—ইন্দ্রিয় সংযতা

তিলোত্তমা শঙ্খিনী আর হস্তিনীর লক্ষণ কি ?

নারায়ণ তা'দের চরিত্রের কথা ত পূর্ব্বেই শুনে'চ রুগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত হ'য়েচে আর তা'দের ছবি রম্ভা মেনকা, ঘৃতাচী প্রভৃতি সুন্দরীতে দেখ

তিলোত্তমা আর আমি ?

নারায়ণ তোমার মুখের উপর তোমাকে কি ব'ল্‌বো। তুমি দেব-কন্যাদের সকলের সেরা,—বুদ্ধিমতী, আর চতুর

তিলোত্তমা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তবে কি আমি আমাকে ভাগ্যবতী মনে ক'র্‌বো ?

নারায়ণ তুমি যখন স্বর্গে বিরাজ কর, তখন ত তুমি সদাই ভাগ্যবতী

রম্ভা (তিলোত্তমার প্রতি) ওলো ! তো'র্ কপাল ফিরেচে

ঘৃতাচী সত্যিই ত, আমাদের যখন দেবর্ষির মনে লাগে নি, তখন ত তো'র পাথরে পাঁচ কিল দেবেন্দ্রের কাচে বাহবা নিবি, আর মুনিদের ঘরণী ত হ'য়েইচিস্

তিলোত্তমা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আচ্ছা, তোমাদের মুখে ফুল চন্দন প'ড়ুক

রম্ভা এ'ত কথা ব'ল্লেন, কিন্তু আমি ভাল কি মন্দ—?

ঘৃতাচী (রম্ভাকে বাধা দিয়া) আমি ভাল কি মন্দ ?

অপর সকলে (ঘৃতাচীকে বাধা দিয়া) আমরা ভাল কি মন্দ পষ্ট ক'রে ব'লুন্

নারায়ণ আপনার মুখ আপ্‌নি দেখ,—বুঝ্‌তে পার্‌বে

রম্ভা কি ক'রে দেখ্‌ব ?

নারায়ণ আর্সিতে ?

ঘৃতাচী ঋষির আশ্রমে আর্সি কোথা পা'ব ?

নারায়ণ চার রকম স্ত্রীলোকের কথা য' ব'ল্লুম ঐ আর্সি, মনে মনে বিচার ক'রে দেখ, ওতেই আপ্‌নার মুখ দেখ্‌তে পা'বে

ঘৃতাচী আম্‌রা ত উত্তমা রমণী—জগত বিদিতা আমাদের বরাবরি ক'ত্তে পাবে এমন রূপসী কে আছে ?

নারায়ণ আমি ব'ল্‌চি "উত্তম" স্ত্রীর মানে অন্তরূপ, এই জন্য তোমরা উত্তমা রমণী নও

তিলোত্তমা আমরা উত্তম ন'ই

নারায়ণ রূপে উত্তম হ'তে পার

তিলোত্তমা তা' মেয়ে-মানুষ আবার কিসে উত্তমা হয় ? আপনার কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'লুম

সোমদা আমি মহর্ষি চুলীর আশ্রমে অনেক কাল ছিলুম উত্তমা স্ত্রীলোক ভিন্ন আর কারুর ভাগ্যে এরূপ ঘটনা ঘট্‌তে পারে কি ?

প্রমদ্বরা যদি আমি উত্তমা ন'ই, তবে মনিবর রুরু; আপনার জীবনের অর্দ্ধেক অংশ দিয়ে, আমার সর্পাঘাতে মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চার ক'র্‌য়ে, আমাকে বে ক'রেছিলেন কি ক'রে ?

নারায়ণ এ'সব কথার উত্তর শুনে কিছুই ফল নে'ই। এখন আসল কথা ব'ল্‌চি শোন

সকলে। ব'লুন্‌,—ব'লুন্‌,—ব'লুন্‌।

নারায়ণ এই জগতে যত স্ত্রীলোক আচে, সকলেই প্রকৃতির কলা অংশের অংশ থেকে উৎপন্না

তিলোত্তমা আচ্ছ, তা'ই ন হয় মেনে নিলুম।

নারায়ণ কেবল মেনে কেন নে'বে? স্বর্গে বাস কব, প্রকৃতি কা'কে বলে জান না।

ঘৃতাচী আমরা স্বর্গের সুখ কর্‌বার জন্য স্বর্গে থাকি, সকলের মন হরণ ক'র্ত্তে ব্যাস্ত, রতিকান্ত আর রতিদেবী আমাদের ইষ্ট দেবতা, আমরা প্রকৃতির কি ধা'র ধা'রি

নারায়ণ তা' বেশ কথ আমি নিবস্ত হ'লুম আব আমি এ'সব কথ ক'য়ে তোমাদের বিরক্ত ক'র্‌বো না।

তিলোত্তমা। (স্বগতঃ) ঋষির মন চ'টে গে'লে কোন কাজই হ'বে না (প্রকাশ্যে) না—না দেবর্ষি! আপনার যা' ইচ্ছা বলুন্‌।

নারায়ণ প্রথম "প্রকৃতি" কথার উপর—উপর মানেটা বোঝো — "প্র" শব্দে প্রকৃষ্ট সত্ত্বগুণ, "কৃ" শব্দে রজোগুণ, "তি" শব্দে তমোগুণ,—এই কথার কথা মানে বুঝে নাও তা' হ'লে এ'টি বোঝা উচিত, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা, সর্ব্ব-শক্তি সম্পন্না এবং সৃষ্টি ব্যাপারে প্রধানা, তাঁ'কেই প্রকৃতি বলে

তিলোত্তমা। কিছু কিছু বুঝ্‌লুম।

ঘৃতাচী। (স্বগতঃ) আমরা এখানে দেবরাজের কাজ ক'ত্তে এসে'চি,— এ পণ্ডিতী কচ্‌কচি কি ভাল লাগে!

রম্ভা আমাদের এ'সব কথা ধুয়া। বোধ হ'চ্চে এ'সবে মজার কথা ত নে'ই

ঘৃতাচী এ'সব কথ কটু মটে বোধ হ'চ্চে, আমরু মধু মাথ বসের কথা শুন্‌তে ভালবাসি

তিলোত্তমা রসের বাজা শৃঙ্গাব বস,—এই জন্যই এ'র নাম আদি বস তা'র কথ যা'তে নে'ই, সে বিষয় রস কস্ শূন্য ব'লে বোধ হয়

মেনক "প্রকৃতি" ত মেয়ে মানুষ তা'ব কথা শুন্‌তে হানি কি ?

নব (স্বগতঃ) স্ত্রীলোক মুর্খতার আধার, এ'রা প্রকৃতিব কথা কি বুঝ্‌বে !

গোমদা একটু স্থির হ'যে ঋষিবরের কথাটা শেষ পর্য্যন্ত সকলে শোন ন ক্রমে ক্রমে রসেব কথ গড়িয়ে পড়্‌তে পারে

তিলোত্তমা (নাবায়ণের প্রতি) প্রকৃতির স্বরূপ কি ?

নারায়ণ তিনি ব্রহ্মস্বরূপা, মায়াময়ী, নিত্যা আর সনাতনী

তিলোত্তম তা'ব পব

নাবায়ণ সকল প্রকার স্ত্রীলোক—উত্তমা, মধ্যমা, অধমা—সকলেই সেই প্রকৃতি হ'তে উৎপন্না

তিলোওম উত্তমা কা'রা ?

নারায়ণ যাঁ'রা প্রকৃতির সত্ত্বাংশ হ'তে উৎপন্ন হ'য়েচেন, পতিব্রতা, পতিসেবা'তেই আসক্তা

তিলোত্তমা যাদের পতি নেই ?

নারায়ণ যাঁ'রা সুশীলা

তিলোত্তমা। মধ্যমা কা'রা ?

নারায়ণ যে সকল স্ত্রীলোক প্রকৃতির রজোভাগ থেকে উদ্ভূতা।

তিলোত্তমা ভাল বুঝ্‌তে পা'র্লুম না

নারায়ণ। তারা, য'ার ত'ার ভোগ্যা।

তিলোত্তমা সে ত সুখের কথা

নারায়ণ এ'র সদাই সুখ-সম্ভোগশালিনী, আর স্বকার্য্য সাধনে তৎপরা।

রম্ভা রসবতী কামিনীর এ'র চেয়ে আর কি গুণ হ'তে পারে ?

তিলোত্তমা। অধমা কা'রা ?

নারায়ণ। এও কি আবার ব'ল্‌তে হ'বে।— যা'রা প্রকৃতির তমোভাগ হ'তে উৎপন্ন

তিলোত্তমা তা'দের চরিত্র কি রকম ?

নারায়ণ। অতি নিকৃষ্ট।—তা'রা অজ্ঞাত-কুল-সম্ভবা

রম্ভা। এ লম্বা কথাটা বুঝ্‌লুম না

নারায়ণ। তা'দের জাত কুলের ঠিক নে'ই, কিম্বা ঢেকে রাখে

ঘৃতাচী। প্রেম-রসের চাকৃনির সঙ্গে জাত কুলের পরিচয় আর সম্বন্ধ কি! মেয়ে মানুষের যে কুলেই জন্ম হ'গ, পুরুষের মন ভুলাতে পা'ল্লেই হ'ল।

নারায়ণ। তা'রা দুর্ম্মুখা,—নিষ্ঠুরা

রম্ভা। অকর্ম্মণ্য পুরুষের প্রতি দুর্ম্মুখা না হ'লে, একটু কড়া কড়ি না ক'ল্লে, সুন্দরী মেয়ে-মানুষের চলে না।

নারায়ণ তা'রা কুলটা।

রম্ভা। যা'দের ঠিকেদার নে'ই, অর্থাৎ পতি নে'ই, তা'রা আবার কুলটা কি ক'রে হ'তে পারে ?

নারায়ণ তা'রা মহাধূর্ত্তা।

ঘৃতাচী। ধূর্ত্ততা আবার কি! যে সুন্দরীর অনেক প্রেমিকের মন রাখ্‌তে হ'বে, তা'র কাজকে প্রেম-বাজারের দোকানদারীর কৌশল বোঝা উচিত।

নারায়ণ। তা'রা সদাই স্বাধীন-স্বভাবা।

রম্ভা। স্বাধীনতা দোষ, কি গুণ?

নারায়ণ। স্ত্রীলোক কখনই স্বাধীন হ'বার উপযুক্তা নয়।

রম্ভা। স্বার্থপর পুরুষেরাই এ কথা বলে।

নারায়ণ। মনু বলেন, বাল্যকালে পিতা মাতার, যৌবনে স্বামীর, বুড়ো হ'লে পুত্রের কিম্বা অন্য আত্মীয়ের অধীনে থাকা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

রম্ভা। যা'রা বাপ মা শূন্য, পতি নে'ই, আত্মীয় স্বজন নে'ই, যা'দের অনন্ত যৌবন, তা'রা স্বাধীনভাবা না হ'লে, মনের মত কান্ত কোথা থেকে পা'বে?

নারায়ণ। তা'রা কলহ-প্রিয়া।

রম্ভা। যা'কে অরসিক পুরুষ কলহ বলে, স্বাধীনভাবা স্ত্রীলোকের ওটা গুণের মধ্যে জানা চাই।

নারায়ণ। স্ত্রীলোকের কলহে সংসারীর বাসস্থান শ্মশানভূমি।

রম্ভা। না—না। নাগরকে প্রেম-শিকলে বাঁধবার জন্যে, তা'র উপর প্রভুত্ব কর্‌বার জন্যে কলহের বিশেষ দরকার। ঝগ্‌ড়া খাঁটি সত্য না হ'লেও, আপনার কদর্ বাড়াবার জন্যে সুন্দরী স্ত্রীলোকের একটু নে'কৃরারও আবশ্যক।

নারায়ণ। তা' যা'ই বল, পৃথিবীর কুলটাগণ আর স্বর্গের অপ্সরাগণ, প্রকৃতির তমোভাগের অংশ হ'তে উৎপন্না, আর বেশ্যা ব'লে বর্ণিতা হ'য়েচে।

ঘৃতাচী। আমরা প্রকৃতি হ'তে উৎপন্না কেন হ'ব?

রম্ভা। সব মিথ্যা কথা।

তিলোত্তমা। আমরা সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্র থেকে উঠেচি।

মেনকা। সত্যিই ত, আমরা প্রকৃতির বাঁদী হ'তে যা'ব কেন?—সেও মেয়ে মানুষ, আমরাও মেয়ে মানুষ

চন্দ্রপ্রভা মেয়ে মানুষ ব'লে মেয়ে-মানুষ—আমরা ত্রিভুবন-সুন্দরী

সোগন্দা আমি ঋষি প্রধান চুলীর সেবাদাসী ছিলুম আমার ছেলে ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যাপুরীর রাজা আমাকে বেশ্যা কে ব'লতে পারে?

তিলোত্তমা তাপসবর, ঋষিরাই অনেক সময়ে সাংসারিকের চেয়েও সাংসারিক

নারায়ণ। যাঁ'রা এরূপ হ ন্ তাঁ'দের তপস্যার ফল নষ্ট হয়

তিলোত্তমা। তাঁ'রা শরীরের সচ্ছন্দের জন্য প্রেম পথের পথিক হ'য়েচেন্, হ'চ্চেন্ আর হ'বেন্,—তাঁ'রাই সুখী

নারায়ণ। তোমরা যা'কে প্রেম বল, তা'তে তপস্বীর তপোবল থাকে না

তিলোত্তমা। (স্বগতঃ) কিছুতেই কাবুতে আন্‌তে পা'চ্চিনা। (প্রকাশ্যে) ঐহিকের সুখ যদি চান্ তবে, "ব্যাভিচার" "অপবিত্রতা" প্রভৃতির খেয়াল ছেড়ে, বিশালাক্ষি, স্থূলাঙ্গি, কৃশাঙ্গি সুন্দরীদের মধ্যে যা'কে আপনাদের ইচ্ছা হয় নিন্, তপঃক্লেশ দূর হ'বে, ঐহিকের অতুল সুখ পা'বেন

নারায়ণ আমরা ঐহিকের সুখের প্রার্থী ন'ই

তিলোত্তমা (স্বগতঃ) ঐহিকের সুখে তোমায় হাবুডুবু খাওয়া'ব, তবে ছাড়্‌বো। একটা গান ক'রে দেখি, যদি মনের বেগটা আমাদের দিকে ফেরাতে পারি (প্রকাশ্যে) ঋষিবর আমার একটি নিবেদন আছে।

নারায়ণ। বল।

তিলোত্তমা। গান ত সকলের শুনেচেন্, আমারও একটি শুনুন।

নারায়ণ শোনাও

তিলোত্তমা তবে একটু আগে এগিয়ে যাই

গান

প্রেম দায় বড় দায়, না বুঝে সুখে ভুলে মজিলে তায়।
রমণীর মন ভেঙ্গে যায়,
কবে অবশেষে—হায় হায়
হ লে দরশন পরশন,
সুখকর প্রথম মিলন,
নাগর মাতায়ে দেয় মন,
ভোলে নারী চোকের দেখায়।
চোকের দেখান ঝুটো সুখ,
দেয় পরেতে বড়ই দুখ,
বিধিও হয়ে যান্ বিমুখ,
প্রাণ যেন হাবুডুবু খায়॥
চকের আড়েতে গেলে পরে,
কেবা ভাবে অধীনীর তরে,
শঠ ফেরে মজাতে অপরে,
মিছে ভালবাসা ঘুচে যায়
দরশন আর পরশন,
যদি না হয় হে অনুক্ষণ,
কত দিন নর-নারী মন,
জোড়া-তাড়া থাকিবারে চায়

গৌরী—দাদরা।

তেল বিনা দীপ কভু উজলে,
কাঠ বিন অনল কি জ্বলে
বহে নদী কভু বিনা জলে,
রতি বিনা প্রেম বা কোথায়
তবু পোড় মন থাকে আশে,
ভাবে কবে যা'ব বঁধু পাশে,
শঠের প্রেম শেষে, প্রাণ নাশে,—
নিরাশা সাগরে ডুবায়

[পেচনে সংড দাঁড়ান

মেনকা গান ত শুন্‌লেন ?

নারায়ণ। হাঁ—বেশ মধুর গলা

মেনকা। (স্বগতঃ) তিলোত্তমাই বাহবা নিলে দেখ্‌চি (প্রকাশ্যে) আসল কথাটা ত এখন শেষ হয় নি

নারায়ণ। কি বল না ?

মেনকা। আমরা পুরুষের মন-ভুলানী কি না ?

নারায়ণ যা'দের ভোলাও, তা'দের জিজ্ঞাসা ক'রগে।

মেনকা। রূপবতী ব'লে বিখ্যাত কি না ?

নারায়ণ। অবশ্য, বা'ইরের রূপ তোমাদের বেশ আচে ?

মেনকা লোকে আমাদের দেব-কন্যা বলে কি না ?

নারায়ণ অনেকে বলে

মেনকা। তবে আমাদের স্বর্গ-বেশ্য ব'লেন্ কেন ?

নারায়ণ। আমি আর এ সব অপবিত্র কথার জবাব দো'ব না।

তিলোত্তমা (স্বগতঃ) কথাবার্ত্তাগুলো ক্রমে উভয় পক্ষের অপ্রীতি-কর হ'য়ে দাঁড়া'চ্চে (প্রকাশ্যে নম্রতার সহিত) দেখুন,

আম্‌রা মেয়ে-মানুষ, সকল কথা ভাল বুঝি না, আমাদের বুঝিযে ব'লুন্,—বিরক্ত হ'লে আমরা মরমে ম'রে থাক্‌বে ।

মেনকা (নারায়ণের, প্রতি হাত যোড় করিয়া) আপনি যা'ই ব'লুন, হক্ কথ ব'ল্‌বো কি ?

নারায়ণ। স্বচ্ছন্দে

মেনকা আমরা আপনার রূপে পাগল।

নারায়ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) পাগলের ওষুধ ত আমাদের কাচে নে'ই।

মেনকা আচে ব'ই কি,—মুনিবর. আপনি বড় অরসিক।

নারায়ণ। ত' বেশ কথ, তবে আমাদের পেছন ছাড় না।

মেনকা। তবে প্রাণটা খুলে, আসল কথাটা বলি। অনেক জপ-তপ হ'য়েচে, এখন আমাদের সঙ্গে প্রেমালাপ করুন।

নারায়ণ বৃথা চেষ্টা

মেনকা (স্বগতঃ) আম্‌রাও অপ্সরা, দেখি তোমার কত ধৈর্য্যের বাড। (প্রকাশ্যে) একটু আদিরসের মজাটা চাখুন, আপনার অপ্সরাদের সম্বন্ধে যে ভ্রম আচে, সব দূর হ'বে। আপনার ভালর জন্য ব'ল্‌চি আমাদের রূপে মোহিত হ'ন্, তা'হলে যথার্থ রূপের মর্য্যাদা ক'র্ত্তে জান্‌বেন

অপর সকলে। আমরা রূপসী, আমাদের মর্য্যাদা করুন।

নারায়ণ (স্বগতঃ) এ'দের রূপের দর্পটা চূর্ণ ক'চ্চি দেবরাজ ইন্দ্র আমাদের তপোবিঘ্নের জন্য এ'দের রূপ দেখাতে আমাদের কাচে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাঁ'র মহাভুল! আমাদের তপস্যার শক্তি তিনি বোঝেন্ নি। এ অপ্সরাগণ ত আমার চক্ষে অতি সামান্য আমার তপোবল কেমন, এখনি দেখা'চ্চি এ রমণীগণ ত কি সুন্দরী! আমি এ'দের চেয়েও রূপবতীদের

এখনই দেখাবে, তা' হ'লে, এ'দের থোঁত মুখ ভোঁত হ'য়ে য'বে ইন্দ্রেরও অ'ক্কেল গুড়ুম হ'য়ে য'বে

মেনকা চুপ্ ক'রে র'ইলেন যে?

ঘৃতাচী চুপ ক'রে থাকাই সম্মতির লক্ষণ এটি বুঝে নাও যে, আমাদের রূপে মোহিত হ'য়েছেন

নারায়ণ। আচ্ছা, সুন্দরীগণ তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের অভ্যর্থনার জন্য পরিচারিকাদের ব'লে আসি

রম্ভা (স্বগতঃ) বোধ হ'চ্চে, মনটি যেন একটু ফিরেচে আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন হ'চ্চে (প্রকাশ্যে) ঋষির আশ্রমে পরিচারিকা!

মেনকা। স্ত্রীলোক ছাড়া কোন্ ভাগ্যবান্ জগতে থাক্‌তে পারে

সোমদা জান না, সেবাদাসী না হ'লে, ঋষিদেরও চলে না। আমারই আর ঋষিবর চুলীর দৃষ্টান্তই দেখ না

ঘৃতাচী। আচ্ছা, ঋষিবর! আপনি এখনি ফিরে আস্‌বেন ত?

নারায়ণ নিশ্চয়

ঘৃতাচী। আপনার এক মুহূর্ত্তের বিরহ, যেন এক বচরের ব'লে বোধ হ'বে।

মেনকা আপনার প্রকৃত প্রেমিকের ভাব দেখে, আমিও অধৈর্য্যা হ'যেচি আপনার ক্ষণেক অদর্শনে, বেঁচে থাকাই মরণ বোধ ক'র্‌বো আপনার আস্‌তে কত দেরি হ'বে?

নারায়ণ (স্বগত) অধমা স্ত্রীলোকের এইরূপই লজ্জা-সরম, চাতুরী, আর ধূর্ত্ততা। (প্রকাশ্যে) আমি এখনি আস্‌বো।

[নারায়ণের প্রস্থান।

প্রিয়ংবদা (নরের প্রতি) এখন ত আপনি একলা হ'লেন, মনের কথাটা ব'লে ফেলুন।

নর। আমি ত কামিনীগণকে ছিনে জোঁক ব'লে জানি

প্রমদ্বরা (বিস্মিত হইয়া) অথবা সুখের পুতুল

নর মূর্খেরা তা' মনে ক'র্ত্তে পারে

প্রমদ্বর সুন্দরীর হাব্‌ভাব্ দেখে কা'র না মন ভোলে।

নর যা'দের হৃদয়ে বল নে'ই তা'রাই ভোলে

প্রমদ্বর কিম্বা যা'দের রসবোধ নে'ই, তা'রাই রমণী পরিহার করে

নর না—না, জ্ঞানীরা কি চোরের সঙ্গে সংশ্রব রাখ্‌তে চায় ?

প্রমদ্বরা। চোর কা'রা ?

নর। নারীগণ

প্রমদ্বরা। কিসে ?

নর কুটিল প্রেমালাপে মন ও ধন দৌলৎ সব লুটে নে'য়।

প্রমদ্বরা। সুখ—সচ্ছন্দও ত দে'য়।

নর অল্পক্ষণের জন্য অবোধ লোক প্রতারিত হয়।

প্রমদ্বর প্রতারিত!—এ ত' এক রকম পরস্পরের দোয়া নোয়া—উভয়েই—এক অপরের কাচ থেকে সুখ পায়। মুহূর্ত্তের সুখও অনন্ত মনে করা উচিত।

নর ছি! ব'ল্‌তে বাধ্য হ'লুম, ক্ষণিক সম্ভোগসুখ দিয়ে, পুরুষের যে প্রধান বস্তু—বীর্য্য, তা'ই হরণ ক'রে নে'য়—ক্ষীণ কায়, ক্ষীণমতি ক'রে দে'য়।

প্রমদ্বরা তা' যা'ই ব'লুন্ রমণী সুখময়ী জান্‌বেন

নর আমি ত ব'লি কামিনী কেবল দুঃখেরই কারণ

প্রমদ্বরা আমি ব'ল্‌চি—নিশ্চয় ব'ল্‌চি রমণী হ'তে সুখই পা'বেন।

নর। (কামদেবের প্রতি) রতিপতি। আমাদের এই আশ্রমে এ'সে অনেক খেলা খে'ল্লেন্ কিন্তু কাজ কিছু হ'ল কি ?

কাম। আমি কি ক'রেচি, আমি ত এক পাশে দাঁড়িয়ে আচি।

নর হাঁ, দাঁড়িয়ে ত আচ, কিন্তু অপ্সরাদের, ঋতুরাজ বসন্ত, আর মন্দ মন্দ সমীরণকে, আমাদের পেচনে লাগিয়ে দিয়ে, তামাসা দেখ'চ

কাম। এ'রা ত আমার দাস দাসী নয়।

নব দেবতা হ'য়ে, অসত্যের আশ্রয় নি'চ্চ কেন? কামিনী-কটাক্ষ রূপবাণ আমাদের উপর কে ছোড়া'চ্চে?

কাম। যাঁ'দের কটাক্ষ তা'দেব জিজ্ঞাস করুন।

নর। তুমি কি তোমাব কাজ ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হ'য়ে'চ?

কাম। বেশী ব্যাঙ্গ কব্‌বার দরকার নে'ই আপনি ত জানেন—

নর। সত্য আর স্পষ্ট কথা ব'ল্‌তে কথা আট্‌কে যা'চ্চে কেন?

কাম। আপনারা কি জানেন্ না, আমার কি প্রভাব?

নর। সত্য না কি।

কাম এ সংসারে দেব, দৈত্য, মানব,—এমন কে আচে, যে আমার শরে পীড়িত না হয়?

নর। তুমি খুব বাহাদুর পুরুষ! দেবর্ষি নারায়ণের সুমুখে, কিন্তু এ কথা ব'ল্‌তে সাহস কর নি

কাম আপনি কি জানেন না, স্বয়ং ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি পর্য্যন্ত, আমার বাণের পরাক্রমে মোহিত, তখন—

নর। চুপ ক'ল্লে যে। ব'লে ফে'ল—

কাম। আপনারা তাঁ'দের তুলনায় কি পদার্থ

নর। আমার তপোবল কি জান না?

কাম। জপ তপ আমার বাণের কাচে খাটে না।

নর। তোমার এ'ত দম্ভ! গিরিজানাথের সঙ্গে লেগে একবার ভস্ম হ'য়েছিলে, আবার আমাদের হাতে কি সেই রকম হ'তে চাও?

রতি দেবর্ষি, ক্ষমা করুন আমার স্বামীকে শাপ দেবেন্ না।

নর আমরা সদাই ক্ষমশীল দেবি! কিছুমাত্র চিন্তা ক'র্‌বেন্ না।

বস্তা (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) মেনকা, তিলোত্তমা, দেখ, দেখ, মুনিবর নারায়ণ আপনার উরুতের উপর চাপড় মা'চ্চেন্।

মেনকা ক'ই দেখি,—তা'ই ত, আমাদের রূপ দেখে পাগল হয়ে গে'চেন না কি

তিলোত্তমা ক'ই দেখি

আর সকলে। ক'ই দেখি দেখি —

তিলোত্তমা (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) না, না পাগল হ'বেন কেন? —ঐ যে ওঁর উরুতের ভিতর থেকে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী বেরুলেন!

মেনকা। ঐ যে এক জন কেন, আরও কতকগুলো মেয়ে-মানুষ দেখা যা'চ্চে,—যেন হঠাৎ কেও সৃষ্টি ক'ল্লে

ঘৃতাচী তোমরা যেন খেপে'চ ও ঋষিদের ভেল্‌কিবাজী, যা' দেখ'চ ও আসল নয়, ঋষির বড় যাদুকরী বিদ্যা জানে।

তিলোত্তমা না—না স্থির হ'ও ভাল ক'রে দেখ।

মহাশ্বেতা আমি এতক্ষণ চুপ ক'রে দেক্‌ছিলুম, এখন না ব'লে থাক্‌তে পা'ল্লুম না

বিদ্যুন্মালা। শীঘ্র বল না।

মহাশ্বেতা এ'ত ঋষিদের তপোবলে স্ত্রীলোক সৃষ্টি।

ঘৃতাচী চোকে দেখ্‌লেও অসম্ভব কথা বলা চাই না মেয়ে-পুরুষ না হ'লে কেবল এক জনে কি জীবের উৎপত্তি হ'তে পাবে?

সুকেশী। তবে শুকদেবের জন্ম কি ক'রে হ'ল?

চন্দ্রপ্রভা। ঠিক কথা, কাটে কাটে ঘ'স্‌তে ঘ'স্‌তে আগুন না বেরিয়ে,

দ্বিতীয় ব্যাসদেবের মূর্ত্তি—শুকদেব, বুড়ো ব্যাসদেবের কাঠে পড়া শুক্র থেকে, জন্মালেন

ঘৃতাচী। নিতান্ত অসম্ভব!

সোমদা। তাপসের তপের বলে মানস-কন্যা—মানস-পুত্র সৃষ্টি ক'ত্তে পাবেন

ঘৃতাচী অসম্ভব—অসম্ভব—অসম্ভব!

সোমদা সম্ভব—সম্ভব—সম্ভব।

কাম ইন্দ্রের কাজ ক'ত্তে এ'সে ঝগড়া কেন?—ঠাণ্ডা হও

বসন্ত ঋতুরাজ। এ সময়ের হাওয়া খেয়ে কি এত গর্ম্মাই দেখান ভাল!

তিলোত্তমা বিচার—বিতণ্ডার দরকার কি? এখন সুমুকে যা' দেখ'চ ত'া'রই বিষয় বিবেচনা কর।

রতি এ'ত পূর্ণ যুবতীদের চেহারা দেক্‌চি

কাম ঐ দেখ ন! এ'র মধ্যেই নারায়ণ ঋষির উপর কটাক্ষ-বাণ মা'চ্চে

রতি। বিশেষ, সুমুকে যে আগে—আগে আস্‌চে তা'র রূপ যেন, সকলের চেয়ে ফেটে প'ড়্‌চে।

বসন্ত ঋতুরাজ। তা'ই ত। স্বর্গের এ'ত অপ্সরী, গন্ধর্ব্বী, কিন্নরী, বিদ্যাধরী এই বদ্রিকাশ্রমে ফিরে বেড়া'চ্চে, কিন্তু তা'দের রূপ যেন এখন কিছুই নয় বোধ হ'চ্চে।

মেনকা ত' কি হ'তে পারে।—দূর থেকে অমন উত্তম দেখা'চ্চে।

তিলোত্তমা এই যে এ'সে প'ড়লো —এ'রা সুন্দরী বটে!

সুকেশী। তা'তেই ত তোমাদের রূপ দেখে, নর-নারায়ণ ঋষিরা তোমা-দের বশ হ'চ্চেন্ না। যা'দের ঘরেতে ভাল ভাল আন্‌কোরা মাল মজুদ, তা'রা কি, পুরণ মালের কদর্ করে?

(নারায়ণ, উর্ব্বশী ও অন্যান্য নূতন সৃষ্ট সুন্দরী কামিনীগণের প্রবেশ)

নারায়ণ কামদেব, রতিদেবী, ঋতুরাজ বসন্ত, স্বর্গীয় সুন্দরীগণ, তোমরা অনেক কষ্ট ক'রে স্বর্গ থেকে এ'সে'চ, তোমরা ব'সে শ্রান্তিদূর কর অবশ্য, তোমাদের উৎকৃষ্ট আসন বা স্বর্গের পুষ্পসজ্জা এখানে নে'ই, নূতন দূর্ব্বো ঘাসের আর পাথরের উপর ব'সো আমরা যথা সাধ্য তোমাদের অতিথি-সৎকার ক'চ্চি এই সুন্দরীরা তোমাদের পরিচর্য্যা ক'র্‌বে। এ'দের গান শোন আর নাচ দেখ

সুন্দরীগণ (প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান)

উর্ব্বশী গীত *

আনন্দ-লহরী উঠেচে আজ তাই খুসি তপোবন।
আকাশ-ভূষণ তারাগণ যেন খ'সে হ'য়েছে ভূতলে পতন ॥
তোমাদের রূপ-রাশি, মধুর হাসি, দেখে অভিলাষি মন,
ক'র্‌তে যতন, এ'স এ স গে চারু রমণী রতন ॥

(গান ও নাচের শেষে সকলে দণ্ডায়মান।
নর ও নারায়ণ আসীন)

তিলোত্তমা। দেবর্ষে, আমরা অন্যের মোহকারিণী হ'লেও, এখন যেন আম্‌রাই মুগ্ধ হ'যে প'ড়েচি

নারায়ণ। কেন ?

তিলোত্তমা। আপনার তপোবল, অসীম ধৈর্য্য, আর এ কামিনীদের রূপ দেখে।

* পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

মেনকা। আমার শরীর রোমাঞ্চিত হ'চ্চে।

চন্দ্রপ্রভা। আমার মন আনন্দে উথ্‌লে উঠেচে।

সুকেশী। আপনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে, জানি না, আপ্‌নার স্তব কি ব'লে ক'র্‌বো।

বস্তা। আমাদের কটাক্ষরূপ বিষমাখা শরে জ্বলে না, এমন পুরুষ কা'কেও দেখি নি, কিন্তু আপ্‌নারা তা'তে মনে একটু ব্যাথা পেলেন্‌ না

প্রমদ্বরা। আপনারা মননশীল, শম-দম প্রভৃতি নিধিসম্পন্ন।

ঘৃতাচী। আম্‌রা আপ্‌নাদের সেবা ক'ত্তে আসি নি।

নারায়ণ। তবে কি ক'ত্তে এ'সে'চ ?

ঘৃতাচী। ব'ল্‌তে সাহস হ'চ্চে না

সোমদা। আম্‌রা আপ্‌নাদের তপো-ভঙ্গরূপ ইন্দ্রের কাজ ক'ত্তে এ'সেচি

প্রমদ্বরা। আম্‌রা আপ্‌নাদের কাচে মহা অপরাধী

মহাশ্বেতা। আম্‌রা এই কুৎসিত অভিপ্রায়ে এ'সেও, জানি না কোন সঞ্চিত কর্ম্ম বা ভাগ্যবলে, আপনাদের দেখ্‌তে পে'লুম।

বিদ্যুন্মালা। আশ্চর্য্য! আমরা অভিসম্পাতের উপযুক্তা হ'লেও, আপ্‌নি আমাদের শাপ দি'চ্চেন্‌ না

চন্দ্রপ্রভা। তা'ই জন্য ব'ল্‌চি আপনারা অতিশয় মহান্‌।

মহাশ্বেতা। মহামহিমশালী বুধগণ শাপ দিয়ে, তপস্যা ক্ষয় করেন্‌ না এ রকম কাজের ফলকে তুচ্ছ মনে করেন্‌।

তিলোত্তমা। এখন্‌ আম্‌রা মনে বুঝ্‌'চি যে আপনারা দুজনে বিষ্ণুর পূর্ণ অবতার তপোবলে কাম-ক্রোধ লোভজয়ী, আর ক্ষমাশীল।

নর (স্বগতঃ) যা'দের একটু পূর্ব্বে মহা দুর্ব্বিনীতা দেখেছিলুম, এখন একেবারে নরম হ'য়ে গে'চে।

নারায়ণ (প্রসন্ন বদনে) সুর-সুন্দরীগণ! আম্‌রা তোমাদের নম্রতা দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হ'লুম

অপ্সরা সকলে আমাদের সৌভাগ্য!

নারায়ণ তোমরা কি ইচ্ছা কর, আমব তোমাদেব তা' দিতে প্রস্তুত

মেনকা যা' চাইব—দেবেন্?

ঘৃতাচী প্রতিজ্ঞা ক'চ্চেন্?

নারায়ণ হাঁ ক'চ্চি, আর এই সুলোচনাকে (উর্ব্বশীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তোমাদের দি'চ্চি

রম্ভা এঁ'র নাম কি?

নারায়ণ। উর্ব্বশী।

রম্ভা এ রকম নাম কেন হ'ল?

নারায়ণ। ইনি আমাব উরু হ'তে উৎপন্ন হ'য়েচেন্, তা'ই এঁব নাম "উর্ব্বশী" বেখেচি

বম্ভা আম্‌বা এ রত্নকে নিয়ে কি ক'ব্‌বো?

নাবায়ণ দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবে আমি বড় খুসী হ'য়ে, এই অমূল্য রমণী-নিধি তাঁ'কে উপঢৌকন দিলুম

ঘৃতাচী যিনি আপনাদের তপোনষ্টের আয়োজন ক'রেচেন্,—তাঁ'কেই উপঢৌকন.

সুকেশী। আপনি কি উদার মতি

নারায়ণ। আমার ইচ্ছা আর অনুরোধ এই যে তোম্‌রা এ সুলোচনাদের নিয়ে স্বর্গে যাও

উর্ব্বশী প্রভো! আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাক্‌তে পার্‌বো না।

নারায়ণ কেন ?

উর্ব্বশী আপনার প্রেমে আমি এখনই যেন ম'জে র'য়েচি

নারায়ণ। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য। আমি আপনার পায়ে আপনিই কুড়ুল মেরেচি।

তিলোত্তমা হে সুরশ্রেষ্ঠ নারায়ণ আমরা ভক্তিযোগে আপনার পাদপদ্ম দেখে বড়ই আনন্দিতা হ'লুম।

নারায়ণ বেশ কথা,— কিন্তু এখন থেকে আর কারুর তপোনষ্ট ক'ত্তে চেষ্টা ক'রো না।

চন্দ্রপ্রভা। এখন আমরা আপনাকে ছেড়ে কোথায় যা'ব ?

সোগদা। হে নাথ! আমরা ভাগ্যবলে, এখানে এ'সে পবিত্র প্রেমে ডুবে গেচি

প্রমদ্বরা। আমাদের বাঞ্ছিত বর দিন্

নারায়ণ। স্পষ্ট ক'রে না ব'ল্লে, আমি কি দিতে পারি ?

বিদ্যুন্মালা আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রেখে, সত্যবাদী হ'ন্

মেনকা। আপনি তত্ত্বদর্শী—ধর্ম্মজ্ঞ কামার্ত্তা মহিলাদের আশাভঙ্গ করা, প্রাণি-হিংসার সমান।

রম্ভা আপনার উৎপাদিতা উর্ব্বশী আর চারুনেত্রা কামিনীদের স্বর্গে পাঠিয়ে দিন্।

উর্ব্বশী প্রভো, এ'দের পরামর্শ শুন্‌বেন্ না আমরা আপনার চরণ ছেড়ে কি ক'রে প্রাণ বাঁ'চব। এই আপনার সৃষ্ট সুন্দরী-দের মত, ত্রিভুবনে কোথায় রমণী আছে?—এদের কটাক্ষ কি অনুভব ক'চ্চেন্ না ?

নারায়ণ (স্বগতঃ) আমি ধর্ম্মক্ষয় ক'রে, এই সব নারীর সৃষ্টি ক'রেচি—এ'রাই এখন আমার সৎকার্য্যে বাধা দিতে প্রস্তুত !

আমি মাকড়সার মত নিজের কৃত জালে নিজে আবদ্ধ হ'তে যা'চ্চি

ঘৃতাচী আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা, আম্‌রা কম বেশী ষোল হাজার রমণী যা'রা স্বর্গ থেকে এখানে এ'সেচি, এইখানে থেকে আপনার সেবা করি।

সুকেশী আমাদের ত্যাগ করা আপনার উচিত নয়

প্রমদ্বরা আম্‌রা অনাথা হ'য়ে, আর হাজার হাজার প্রেমিকদের মন রাখ্‌তে পারিনে

সোমদা আমরা বারবিলাসিনীর কলঙ্ক, আপনার পবিত্র প্রেম-রসে ধুয়ে ফেল্‌তে চাই

তিলোত্তম দেবেশ. আম্‌রা রক্ষিতা কামিনীর মত থাক্‌তে চাই না

ঘৃতাচী। মাধব। সাফ্‌ কথ এই আপ্‌নি আমাদের পতি হ'ন্‌।

নারায়ণ (স্বগতঃ) সুরনারীরা আমায় বিষয়াসক্ত ক'র্‌বার চেষ্টা ক'চ্চে কেন আমি এ'দের সঙ্গে কথা ক'ইলুম? এ'দের রূপ লাবণ্য দেখে কি কথা না ক'য়ে থাক্‌তে পা'ল্লুম না. কিন্তু এ'দের রূপ ত আমাদের চক্ষে তুচ্ছ পদার্থ।—না—না রূপে মুগ্ধ হ'ই নি,—এ'দের রূপের দর্পচুর্ণ কর্‌বার ইচ্ছায়, আর তপস্যার অহঙ্কারে মনকে দুঃখ সাগরে ডুবালুম্‌

মেনকা স্পর্শ সুখই আনন্দ উৎপাদনের প্রধান মূল।

রম্ভা আপনি আমাদের স্পর্শ ক'ল্লেই, আমরা পবিত্রা হ'ব আপ্‌নারও পরম সুখ হ'বে

তিলোত্তমা দেব! এই গন্ধমাদন পর্ব্বতেই আপনি অপার স্বর্গ-সুখ পা'বেন।

নারায়ণ। আম্‌রা স্বর্গের সুখ চাই না,—আম্‌রা একেবারে মোক্ষের প্রার্থী।

ঘৃতাচী। আমাদের কথা শুনুন এই সুরাঙ্গনাদের নিয়ে এই গন্ধমাদনে বিহার করুন তা'হ'লে মোক্ষ হ'তে, উচ্চ মোক্ষ, অঙ্গনা প্রেম-সুখ পাবেন আম্‌রাও আপনার পবিত্র প্রেমে সুখী হ'ব আপ্‌নিও আমাদের ইচ্ছামত বর দিয়ে, সত্যবাদী হ'ন

নারায়ণ (স্বগতঃ) তবে কি প্রতিজ্ঞা বজায় রাখ্‌তে বিষয়ী হ'বো! অন্য ঋষিগণ শুনে নিশ্চয়ই আমাকে উপহাস ক'র্‌বেন অহঙ্কার হ'তেই আমার মনোবেদনা হ'য়েচে অহঙ্কারই ধর্ম্ম নাশের কারণ অহঙ্কারই সংসার-বৃক্ষের মূল এত তপস্যার পর কি সাংসারিক হ'ব!

ঘৃতাচী। ভাব্‌চেন কি?

নারায়ণ তোমরা যে না ছোড়্ বান্দা হ'য়েচ

ঘৃতাচী। এমন সুখ ছাড়্‌বেন না আমরা স্বর্গের অতুল সুখ ছেড়ে আপনার পবিত্র প্রেমের ভিখারিণী

নারায়ণ (স্বগতঃ) যদি প্রতিজ্ঞা না রাখি, আর এদের বাঞ্ছিত বর না দি, তবে সত্যরক্ষা হ'বে না তা'হ'লে এরা ভগ্নমনোরথ হ'য়ে, আমাকে শাপও দিতে পারে

ঘৃতাচী চুপ ক'রে র'ইলেন যে?

মেনকা বো'ধ হয় প্রভুর সম্মতির লক্ষণ

নারায়ণ (স্বগতঃ) এরা আমাদের তপোবিঘ্ন ক'র্ত্তে এসেচে এদের উপর বাহ্য রাগ প্রকাশ ক'র্ত্তে ত দোষ নে'ই রাগ প্রকাশ ক'র্ল্লেই এরা নিরস্ত হ'বে আম্‌রা এদের হাত এড়াতে পার্‌বো। তা'রপর, নিবিড় বনে গিয়ে তপস্যা ক'র্‌বো। ক্ষয়প্রাপ্ত তপকে আবার পূর্ণ ক'রে নোবো

তিলোত্তম (স্বগতঃ) ঋষিবর এখন নিস্তব্ধ! (প্রকাশ্যে) অধিনীদের প্রতি এত নিদয় হ'য়েচেন কেন?

মেনকা মুনিদের চেয়ে কি কঠিন হৃদয় কারুর আছে?

রম্ভা আপনাদের সংলবের সময় এঁরা সব ক'ত্তে পারেন

ঘৃতাচী। মুনিঠাকুর! আর বায়নাবাজী কেন?—একি প্রতারণা মনে ক'ল্লে।

নারায়ণ (স্বগতঃ) লোক দেখান ভয় দেখাবার বেশ সময় হ'য়েচে। (প্রকাশ্যে) তোমর আমাদের কেন বিরক্ত ক'চ্চো? বিদায় হও

ঘৃতাচী। বিদায় কি সহজে হ'ব। হয় আপনার দাসী হ'য়ে পায়ে প'ড়ে থাক্‌বো, আর নয় ত যা'বার সময় ব'লে যা'ব, ঋষিদের মত ধূর্ত্ত—কপটী, জগতে কেউ নে'ই তা'র সত্যবাদী কেবল নামে।

নারায়ণ (ঘৃতাচীর প্রতি) রে অধমানারি। আমি অনেক সহ্য ক'রেচি, এখন ভাল চাস্‌তো আমার সুমুখ থেকে দূর হ' নয় ত এখনি—

ঘৃতাচী। (বাধা দিয়া) এখনি কি ক'রবেন?—শাপ দেবেন?—তা' দিন আপনার প্রেমের খাতিরে আপনার শাপও আমাদের বর ব'লে বোধ হ'বে কিন্তু, ক্ষমা করুন দেবর্ষে। ক্ষমা করুন।

তিলোত্তমা আমরা অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক ক্ষমা করুন

অপর অপ্সরাগণ ক্ষমা করুন,—ক্ষমা করুন, প্রভো।

নর। ভ্রাতঃ! শান্ত হ'ন—শান্ত হ'ন।

নারায়ণ (স্বগতঃ) অঁ্যা কল্লম কি দেখানে ক্রোধ ক'রে

সকলের মনে কষ্ট দিলুম —এ'বাও আসল ক্রোধ মনে ক'রে ভয়ও পে'য়েচে নকল রাগ দেখাতে গিয়ে মনেরও বিকাব ভাব হ'য়েচে কি অন্যায় কাজই হ'ল কামের হাত এড়াতে গিয়ে, দ্বিতীয় শত্রু ক্রোধও বিভিষিকা দেখা'চ্চে। ক্রোধও মহা দুঃখদায়ক কাম অপেক্ষ অধিক বলবান্; লোভও এ'র মত শক্তিমান্ নয়

নর হে মহাভাব! আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন

নারায়ণ। সত্য বটে, লোক ক্রোধের বশীভূত হ'যে প্রাণ ঘাতিনী হিংসা ক'রে ফে'লে

নর। আপনাকে আমি আর কি ব'লবো

নাবায়ণ। হিংসা, নবকরূপ কদর্য্য আর জঙ্গলময় বাগানের সুমুখে, যেন পাপময় পচা পুকুর

নর আপনি সবই জানেন

নাবায়ণ। ক্রোধ সকল জীবেব দুঃখদায়ক

নর সে বিষয়ে সন্দেহ কি!

নাবায়ণ। গাছ সকলের পবস্পরেব ঘর্ষণে যেমন আগুন বেরোয়, আব সেই আগুনে, সেগুলো পুড়ে যায়, ক্রোধও সেই রকম জীবদের দেহ হ'তে উৎপন্ন হ'য়ে, সেই দেহীদের দেহকে পুড়িয়ে ফে'লে।

নর। তবে ক্রোধের বশীভূত কেন হ'চ্চেন?—শান্ত হ'ন, অহঙ্কারের বিনাশ করুন।

নারায়ণ ঠিক ব'লেচ, কিন্তু বিশেষ চিন্তিত হ'যো না

নর আমার বোধ হ'চ্চে, যেন আপনার মন এখন ক্রোধের নিকট-বর্ত্তী হ'য়েচে —পূর্ণ ক্রোধ হয় নি।

নারায়ণ। না—না

নর আপনার কি পূর্ব্বের কথা মনে নেই ?

নারায়ণ কি কথ ?

নর যা'র জন্য অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সঙ্গে দিব্য এক শ বছর *
ক্রমাগত আমাদের মহাযুদ্ধ হ'য়েছিল

নারায়ণ। সত্য বটে

কাম আপনারা কোন বৈষয়িক কাজের অভিলাষে এযুদ্ধ ক'রেছিলেন ?

নর আমাদের কর্ম্মফল।

কাম কঠোর তপস্যা ত ক'রেছিলেন ?

নর নিশ্চয়

কাম রাজ্য, ধন, অথবা স্ত্রীলাভের জন্য কি এত কষ্ট ভোগ
ক'রে ছিলেন ?

নর না

রতি (কামের প্রতি) যদি কামিনীর জন্য লড়াই হ'ত, তা' হ'লে,
আমরাও টের পে'তুম

বসন্তঋতুরাজ তবে নিশ্চয় লোকদের মোহ করবার, ঐহিক সুখ
কিম্বা স্বর্গসুখ অভিলাষে, জপ তপ আর যুদ্ধ

রতি। বসন্তঋতুরাজ! আপনার ভ্রম হ'চ্চে

বসন্ত কি সে ?

রতি। এঁ'রা দেখ্‌চ সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, বনের ফল-মূল-আহারী,
তীর্থসেবী, শান্তপুরুষ

বসন্তঋতুরাজ। তা' ত দেখ্‌চি

রতি এঁ'রা সব বিষয়ে নিশ্চয় বিরাগী

নর কিন্তু আমাদের অহঙ্কারই অনর্থের মূল

* দিব্য একশত বৎসর পৃথিবীর একহাজার বৎসর।

আপনাদের অহঙ্কার!

দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ একবার আমাদের তপোবনে এসেছিলেন তাঁ'কে আমরা আমাদের অহঙ্কার দেখিয়েছিলুম

মহাত্মা প্রহ্লাদ পরমবিষ্ণুভক্ত, ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান, ও শান্ত-স্বভাব, আর আপনারাও ত তপস্বী ও সত্যপরায়ণ আপনাদের তাঁ'র সঙ্গে অহঙ্কার কর্‌বার কারণ!—এ বিষয়ে ভারি মনে সন্দেহ হ'চ্চে

তবে তপস্যা কেবল পরিশ্রম মাত্র

জপ তপ সবই বিফল মনে হ'চ্চে আপনারা অন্ধকার-আচ্ছন্ন কোপ-কলুষিত মনকে কাবু ক'র্‌তে পারেন্ নি:

সেই জন্য ত তপোক্ষয় ক'রে, দিব্য এক শ বছর যুদ্ধের কষ্ট স'য়েচি।

তপোক্ষয়—আপনাদের তপোক্ষয়!

হাঁ,—কোটি হাজার বচর অতি কঠোর তপস্যা ক'রেও, যদি অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, সবই ব্যর্থ হ'য়ে যা'য়—পুণ্যের লেশমাত্র থাকে না।

আপনারা ত বাসনা শূন্য তাপস।

তবে আপনাদের মনে অহঙ্কারের সঞ্চার কি ঘটনাতে হ'ল?

আমাদের আশ্রমে কতকগুলি বাণ, দু'টি সাদা ধনুক—শার্ঙ্গ ও আজগর, আর দুই অক্ষয় তূণীর দেখে, দৈত্যেন্দ্র প্রহ্লাদ আমাদের ভৎসন ক'রেছিলেন

কি ব'লে?

তিনি ব'লেছিলেন একত্রে তপস্যা ও যুদ্ধসজ্জা সঙ্গত নয়

তা' তিনিও ঠিকই ব'লেছিলেন এই দেখুন, আমাদের,

কাজ লোকের মনকে বিচলিত করা, আমাদের কি তপস্যা সাজে ?

নর আমি দৈত্যেন্দ্রকে ব'ল্লুম, বৃথা দম্ভ দেখিও না অজ্ঞলোকে ব্রহ্মতেজের কি বুঝ্‌বে,---আশ্রম থে'কে চ'লে যাও আমরা তপস্যা ক'ত্তে পারি, আর যুদ্ধ কর্‌বার ক্ষমতাও আছে

কাম তা'র পর কি হ'ল ?

নর অনেক কথা কাটা কাটি হ'ল

কাম কথা কাটা ক'টির ফল ?

নর যুদ্ধ

কাম কা'র সঙ্গে হ'ল ?

নর প্রথমে আমার, তা'র পর, ভ্রাতা নারায়ণের সঙ্গে ঘোর লড়াই হ'ল ।

কাম জয় পরাজয় কোন পক্ষের হ'ল ।

নর কোন পক্ষেরই নয়,—দুইপক্ষ বরাবর

কাম পরে যুদ্ধ শান্তি হ'ল কি ক'রে ?

নর ভগবান বিষ্ণু ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন

কাম তিনি কি ক'রে মিটালেন ?

নর দৈত্যেন্দ্রকে তিনি ব'ল্লেন, আমরা তাঁ'রই অংশ-সম্ভূত ?

কাম আপনারা বিষ্ণুর অংশ সম্ভূত ?

নর অবশ্য —বিষ্ণু আরও ব'লেছিলেন—সেই জন্যই প্রহ্লাদ আমাদের পরাজয় ক'ত্তে পারেন্ নি

কাম বিষ্ণু আর কিছু ব'লেছিলেন ?

নর প্রহ্লাদকে যুদ্ধ ক'ত্তে মানা ক'রেছিলেন ।

কাম প্রহ্লাদ তা'র পর কি ক'ল্লেন ?

নর যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত হ'য়ে, পাতালে চ'লে গে'লেন

কাম। আর আপ্‌নারা—?

নর আমরা নিশ্চিন্ত হ'যে তপস্যা ক'ত্তে লাগ্‌লুম

বসন্ত কি আশ্চর্য্য। আপনারা নিরীহ ভালমানুষ, সনাতন ধর্ম্মের মহিমা জেনেও এরকম দুঃখজনক যুদ্ধ ক'ল্লেন

নর। ক'রেছিলুম

বসন্ত। বড়ই অদ্ভুত ব'লে মনে হ'চ্চে।—এই ত শুন্‌লুম আপনারা নারায়ণের অংশ আপনাদের এমন মতি হ'ল কেন?

নর। অহঙ্কার সাগরে ডু'বে

কাম উঃ অহঙ্কারের কি জোর!

নর। তা'র সন্দেহ কি?

বসন্ত। আপনারাও অহঙ্কার হ'তে দূরে থাক্‌তে পা'ল্লেন না।

নর। অহঙ্কার কি এক রকম

বসন্ত কত রকম?

নর অহঙ্কার তিন প্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক, আর তামসিক তা'র মধ্যে, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হ'তে তপস্যা, দান, যজ্ঞ, আর তামস অহঙ্কার হ'তে কলহ উৎপত্তি হয় এই অহঙ্কারই সংসারের মূলীভূত কারণ।

বসন্ত আমিও জা'ন্‌তুম, আপনা'দের অহঙ্কার হওয়া অসম্ভব

নর এই বিশ্ব অহঙ্কার কর্ত্তৃক রচিত এই জগতে শুভ কিম্বা অশুভ কোন কাজই অহঙ্কার ছাড়া নে'ই।

বসন্ত। সত্য!

নর। এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও অহঙ্কারের বশীভূত আমাদের মত মুনিদের ত কথাই নে'ই।

বসন্ত তবে অহঙ্কারী হ'লে, দোষ নে'ই

নর না না', আমার উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পার নি আমরা দেহধারী তপস্বী হ'য়ে, নিজ কর্ম্মদোষে অহঙ্কারের হাত এড়াতে পারি নি দেহ ধারণ ক'রে কেও—এড়াতে পারে নি। অহঙ্কারের মত বন্ধনকারী এ জগতে আর কিছুই নেই

বসন্ত অহঙ্কার বন্ধনকারী

নর অবশ্য—লোহার শিকল থেকে মুক্ত হওয়া বরং সহজ, কাটের নিগড় কখন না কখন ভেঙ্গে যে'তে পারে, কিন্তু অহঙ্কারে আবদ্ধ জীব, প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ না হ'লে মুক্তি লাভ ক'ত্তে পারে না।

বসন্ত কথাটি ভাল বুঝ্‌লুম না।

নর বিষয়টা একটু কঠিন বটে। জীবের কর্ম্মের বিষয় জানা চাই তা'হ'লে অনেকটা কথা বুঝ্‌তে পার্‌বে

বসন্ত কর্ম্মের আবার বোঝা বুঝি কি। যা' ক'চ্ছি তাই কর্ম্ম

নর কর্ম্মের গতি তিন প্রকার

বসন্ত কি, কি ?

নর সঞ্চিত, বর্ত্তমান, প্রারব্ধ।

বসন্ত। সঞ্চিত কর্ম্ম কি ?

নর অনেক জন্ম জাত পুরাতন কর্ম্মকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলে।

বসন্ত বর্ত্তমান কর্ম্ম কা'কে বুঝ্‌বো ?

নর যে কর্ম্ম উপস্থিত কর্‌বার উপযুক্ত, তা'কেই বর্ত্তমান কর্ম্ম বলে

বসন্ত। প্রারব্ধ কর্ম্ম কি ?

নর। দেহের আরম্ভ সময়ে, কালই, সঞ্চিত কর্ম্ম সকলের মধ্য হ'তে

যে কর্ম্মগুলি আহরণ ক'রে, জীবকে ভোগার্থ পাঠান, সেই কর্ম্মকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে

বসন্ত কর্ম্মের আর কোন রকম ভেদাভেদ আছে ?

নর এই তিনটির, প্রত্যেকটি সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে তিন রকম

বসন্ত কর্ম্ম ব'ল্লে, কি শুভ বুঝ্‌ব কি অশুভ কর্ম্ম বুঝ্‌বো ?

নর শুভ, অশুভ—উভয় বুঝ্‌তে হ'বে

বসন্ত। সঞ্চিত কর্ম্মের ভোগ কত কাল ?

নর জীবগণের জন্ম জন্মসঞ্চিত কর্ম্ম,—সুকৃত হ'গ, কিম্বা দুষ্কৃত হ'গ,—শত শত কোটি কল্পেও নিঃশেষরূপে ক্ষয় হ'য় না

বসন্ত বর্ত্তমান কর্ম্মের স্থিতি কতকাল ?

নর। দেহধারণ ক'ল্লেই ঐ শুভ কিম্বা অশুভ কর্ম্মের আচরণ ক'ত্তে হয় দেহের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়

বসন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের শেষ কখন হয় ?

নর। প্রারব্ধ কর্ম্ম ভালই হ'গ আর মন্দই হ'গ, ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হয় দেব, দানব, মানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিম্বা কিন্নর—সকলকেই পূর্ব্বকৃত শুভ অশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ ক'ত্তে হয়।

বসন্ত। জীবের দেহারম্ভ—জন্ম কেন হয় ?

নর কর্ম্ম তা'র কারণ কর্ম্ম ক্ষয়েই জন্ম নাশ, অর্থাৎ পুনর্জন্ম আর হয় না,—মুক্তি লাভ হয়

বসন্ত এ কথা ত বুঝ্‌লুম, কিন্তু আপনারা অহঙ্কারী কেন হ'লেন, এখন বুঝ্‌তে পাল্লুম না

নর আমরা সাত্ত্বিক অহঙ্কারের দরুণ তপস্যা ক'রেছিলুম, আবার তামসিক অহঙ্কারের বশ হয়ে, বিষ্ণুভক্ত দৈতেন্দ্র প্রহ্লাদকে

অবজ্ঞা ক'রে, যুদ্ধ ক'রে, তপ ক্ষয় ক'রেছিলুম ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় যুদ্ধ শেষ হ'লে আবার ঘোর তপস্যা ক'রে পুণ্য সঞ্চয় ক'রেচি, কিন্তু তোমরা আমাদের তপ নষ্ট ক'ত্তে এসেচো

কাম। তা'রই জন্য কি আমাদের উপর, দেবর্ষি নারায়ণ ক্রোধের বশ হ'যে শাপ দিতে প্রস্তুত হ'য়েচেন?—আমাদের মন সেই ভয়ে উৎকণ্ঠিত—

নারায়ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তোমরা নির্ভয় হও। তোমরা আমাদের আতিথ্য স্বীকার ক'ত্তে যখন প্রস্তুত, তখন তা'তেই আমি প্রীত হ'লুম

কাম আমাদের মন এখন সুস্থির হ'ল

রতি আমরা বিশেষ অনুগৃহীত হ'লুম

বসন্ত। আপনি দয়ার সিন্ধু

তিলোত্তমা। আপনার অপার মহিমা

অন্যান্য অপ্সরাগণ। আমাদের ধড়ে প্রাণ এ'ল

নর। এখন বুঝ্‌লুম—কাম, উৎকট তপস্যাকে নষ্ট ক'রে, সেই কাম যখন দেবর্ষির অন্তঃকরণে প্রবেশ ক'ত্তে পারে নি, তখন ক্রোধ তাঁ'কে কি অভিভূত ক'ত্তে পারে।

নারায়ণ। আমি কেবল সুন্দরীদের হাত এড়াবার জন্য, তাঁ'দের নিবৃত্ত কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছিলুম

বসন্ত। কথা বার্ত্তাতে আমার মনে ক'রেছিলুম, আপনি ক্রোধের বশ হ'য়ে, আগুনের মত হ'য়েছিলেন

নারায়ণ বাইরের কার্য্য দেখে তোমাদের এইরূপ মনে হওয়াই সম্ভব।

মেনকা। আমার বেশী কিছু মনে হয় নি, কেবল মনে ক'রেছিলুম, আপনার চিত্ত কিছু চঞ্চল হ'য়েছিল

নারায়ণ বাস্তবিক আমার চিত্ত চঞ্চল হ'য়েছিল—কিন্তু ক্রোধ আমার অন্তর-আত্মাকে স্পর্শ ক'ত্তে পারে নি,—যা' কিছু দেখেচ, তা' কেবল উপর উপর মাত্র

মহাশ্বেতা আমাদের ত মন কেঁপে উঠ্‌ছিল

নারায়ণ। আমরা এখন মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত ক'রেচি, পূর্ব্বেই ব'লিচি, ক্রোধের জন্য তোমাদের চিন্তা কর্‌বার কোন কারণ নেই

ঘৃতাচী তবে আমাদের বে করুন

মেনকা। আমাদের মনের দুঃখ ঘোচান।

তিলোত্তমা। আমাদের উদ্ধার করুন।

আর আর অপ্সরাগণ। আপনাকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়ে কি ক'র্‌বো?

নারায়ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া, বিনীত ও মধুর বচনে) হে সুগায়ত্রীগণ! এ জন্মে আমরা তপস্যা কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রেচি।

তিলোত্তমা তা' বেশ।

নারায়ণ এ সময়ে আমাদের বে করা উচিত নয়

তিলোত্তমা। গৃহস্থাশ্রমের চেয়ে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কিছুই দেখ্‌তে পাই না। আর কখন শুনি নি বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ মহাজ্ঞানী হ'লেও, গার্হস্থ-ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন

নারায়ণ। এখন তোমাদের বে ক'ল্লে আমাকে পরাধীন হ'তে হ'বে।

তিলোত্তমা। আমরা ত আপনাদের দাসী হ'য়ে থাক্‌বো, আর আপনি আমাদের প্রভু—।

নারায়ণ তবু আমাদের মনকে রমণীর বশ হ'তে হ'বে স্ত্রৈণ পুরুষের সুখ কোথায়।

তিলোত্তমা। শুনেচি, বেদোক্ত কাজ সকল যথাবিধি অনুষ্ঠান ক'ল্লে, মানুষের গৃহে থেকেই কোন বিষয়ই অসাধ্য থাকে না।

নারায়ণ স্ত্রী পুত্রাদি রূপ পাশে আবদ্ধ পুরুষ কোন সময়ে মুক্তি লাভ ক'ত্তে পারে না।

তিলোত্তমা শুনেচি, যে মানুষের মন সংসারে অনাসক্ত, সে গৃহস্থ হ'লেও মুক্তি লাভ ক'ত্তে পারে

নারায়ণ। যে লোক ত্রিবিধ মায়াগুণে সংসারে আবদ্ধ নয়, সেই বিদ্বান, সেই মেধাবী ও সেই ব্যক্তিই যথার্থরূপে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বুঝেচে,—তা'র মুক্তির পথ অধিক পরিষ্কার।

তিলোত্তমা গৃহে থেকেই এ সব হ'তে পারে।

নারায়ণ পুরুষকে শক্ত বাঁধুনিতে বাঁধবার জন্য নে'য় ব'লে, গৃহের নাম "গৃহ" হ'য়েচে এই জন্য আমার উপর দয়া ক'রে, তোমরা স্বর্গধামে যাও আমাদের সংসারের বন্ধনে ফাঁসাবার চেষ্টা ক'রো না

তিলোত্তমা আমরা আপনার দর্শন বিনা স্বর্গে কি সুখে থাক্‌বো?

অন্যান্য অপ্সরাগণ। স্বর্গ অন্ধকূপ ব'লে বোধ হ'বে।

নারায়ণ তোমাদের মত সুযোগ্যা সুন্দরীদের অপরের ব্রতভঙ্গ ক'ত্তে চেষ্টা করা কি উচিত?

তিলোত্তমা। কখন নয়।

অন্যান্য অপ্সরাগণ এখন আমরা বুঝিচি কখন নয়—কখন নয়।

নারায়ণ হে সুলোচনাগণ! শৃঙ্গাররসে "রতি" স্থায়ী ভাব।

তিলোত্তমা নিশ্চয় রতি স্থায়ী ভাব

নারায়ণ কিন্তু আমাদের রতিভাব নে'ই

ঘৃতাচী। রতিভাব ক্রমে জন্মাবে

নারায়ণ মে'জে ঘ'সে রতিভাব ক্ষণ-ভঙ্গুর

ঘৃতাচী। ক্ষণ-ভঙ্গুর কেন হ'বে?

নারায়ণ যেখানে কারণ নেই, সেখানে কাজ কি করে হ'বে যেখানে রতি নেই, সেখানে স্থায়ী ভাব কোথায় থেকে হ'বে?—যে আকাশে মেঘ নেই, সেখান থেকে বর্ষা কি ক'রে হ'বে? স্থায়ী ভাবই আসল রস ক্ষণিক রতি আপাততঃ মধুর বটে, কিন্তু পরে গাত্রদাহকারী মধুর মত

তিলোত্তমা আমরা বড়ই হতভাগিনী চরণ পে'য়েও তা' স্পর্শ ক'ত্তে পে'লুম না

নারায়ণ আমি আপনাকে ধন্য মনে ক'চ্চি

মেনকা কেন আমাদের নিরাস ক'ত্তে পা'ল্লেন ব'লে!

নারায়ণ না—না

মেনকা না—না কেন?—এত অনুনয় বিনয় ক'রে মন পে'লুম না

নারায়ণ আমি নিশ্চয় ব'ল্‌চি আমি আপনাকে আপনি ভাগ্যবান মনে ক'চ্ছি।

মেনকা। কারণ কি?

নারায়ণ তোমাদের মত সুন্দরীদের প্রণয়ের পাত্র হ'য়েচি,—আমার তাপসের কঠোর দেহই তোমাদের চক্ষে সুন্দর বোধ হ'চ্চে

মহাশ্বেতা যদি আপনার মন আমাদের প্রতি এতই প্রসন্ন হ'য়েচে, তবে আমাদের আপনার শ্রীচরণে রাখ্‌চেন্‌ না কেন?

সুকেশী আপনি যে ব'লেছিলেন, আমরা যা' চাইবো তা'ই দেবেন, এখন সে প্রতিজ্ঞা কোথায় গে'ল?

অন্যান্য অপ্সরাগণ সে প্রতিজ্ঞা কোথায় গে'ল.

নারায়ণ সে প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করি নি

সোমদা। তবে আমাদের বে করুন

নারায়ণ আমি অবশ্য তোমাদের বে ক'র্‌বো

সকল অপ্সরাগণ কবে ?—কবে ? —কবে ?—

নারায়ণ তোমরা এখন কৃপা ক'রে, আমার ব্রতভঙ্গ ক'রো না আমি অন্য জন্মে, নিশ্চয় তোমাদের পতি হ'ব

তিলোত্তমা সে শুভদিন কবে আস্‌বে ?

নারায়ণ অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে

তিলোত্তমা কি ক'ত্তে আস্‌বেন

নারায়ণ দেবতাদের কার্য্য সিদ্ধির জন্য আমি ভূতলে অবতীর্ণ হ'ব

তিলোত্তমা আপনি পূর্ণ-ব্রহ্ম বিষ্ণুর অবতার হ'য়ে আস্‌বেন ?

নারায়ণ সে কথা আমার মুখে এখন কি শুন্‌বে ?

তিলোত্তমা তবে কা'র মুখে—?

নারায়ণ নারদাদি ঋষিগণ আমাকে পূর্ণ অবতার ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন।

তিলোত্তমা কা'র ?

নারায়ণ ভগবান বিষ্ণুর—অবশ্য কেউ তাঁ'র কলার অবতার বলেন কিন্তু এ সব কথা এখন থাক

তিলোত্তমা। আমরা মহা অপরাধ ক'রিচি এতক্ষণ আমর আপনাকে কেবল ঋষিই মনে ক'রেছিলুম

ঘৃতাচী। ঋষি হ'য়েই এই প্রতাপ যখন অবতার হ'য়ে আস্‌বেন, তখন কি আর দেখা পাওয়া যা'বে !

নারায়ণ নিশ্চয় পা'বে

ঘৃতাচী আপনি থাক্‌বেন ভূতলে, আর আমরা থাক্‌বো স্বর্গে

নারায়ণ না—না তোমরাও তখন মর্ত্ত্যে থাক্‌বে

ঘৃতাচী কোন জেয়গায় দেখ্‌তে পা'ব ?

নারায়ণ তখন তোমরা রাজ-কন্যা হ'য়ে পৃথক পৃথক বংশে ভূতলে জন্মা'বে, আর আমার পত্নীভাব হ'বে।

তিলোত্তমা আর আপনি—

নারায়ণ আমাকে কৃষ্ণ,আর দেবর্ষি নরকে অর্জ্জুনরূপে ভূতলে দেখ্‌তে পা'বে

তিলোত্তমা একটু হরিষে বিষাদ হ'চ্চে

নারায়ণ কেন?

তিলোত্তমা আপনি পূর্ণ-ব্রহ্ম—কিম্বা পূর্ণ-ব্রহ্মের কলা, আমাদের জ্ঞান নে'ই ব'লে, আপনার স্বরূপ ভাল ক'রে জানি না কিন্তু এখন আমাদের সাম্‌নে দু'টি সাত্ত্বিক ঋষি—ব্রাহ্মণরূপ, তবে আপনার শূদ্র কুলে, আর নর মুনিদেবের ক্ষত্রিয় বংশে, কেন জন্ম হ'বে? উচ্চ হ'য়ে, নীচ যোনিতে জন্ম হওয়া কি সম্ভব?

নারায়ণ ভৃগুমুনির শাপে হ'য়েছিল

তিলোত্তমা। কি জন্য শাপ হ'ল

নারায়ণ সে অতি বিস্তৃত কথা, এখন বল্‌বার নয়। তবে এই কথা জেনে রাখ, ভগবান বিষ্ণু ভৃগুমুনির পত্নীকে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের কার্য্য সাধন জন্য বধ করে,ব্রাহ্মণী হত্যা ক'রেছিলেন মুনিবর ভৃগু তাঁ'কে এই ব'লে শাপদে'ন—"তুমি মর্ত্ত্য-লোকে বার বার অবতীর্ণ হও , এবং পাপের ফল স্বরূপ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ কর।"

তিলোত্তমা বিষ্ণুর পাপ লাগ্‌ল।

নারায়ণ নিশ্চয়,—কর্ম্ম ফলের কথা ত আজই শু'নচো

নারায়ণ। মুনিবর ভৃগুর শাপে, বিষ্ণুর ধর্ম্ম নষ্ট হয় এই জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ লোকের হিতের নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে জন্ম নে'ন

তিলোত্তমা বিষ্ণুর একার্য্যের নাম কি?

নারায়ণ একেই "অবতার" বলে আমি সেই অবতারের এক অবতার হ'য়ে শূদ্রের, আর ভ্রাতা নর, ক্ষত্রিয়ের ঘরে জন্ম নো'বো

তিলোত্তমা ভগবান বিষ্ণুর উপর ভৃগুর শাপ হ'য়েছিল, সে শাপের ফল আপনাদের উপর ফ'ল্ল কি ক'রে ?

নারায়ণ সে গুঢ় আর কঠিন কথা এখন বুঝ্তে পার্বে না যখন তোমাদের জ্ঞান বাড়্বে, তখন বুঝ্বে যে বিষ্ণু পরমাত্মা হ'তে আর আমরা বিষ্ণু হ'তে পৃথক ন'ই কেবল ক্রিয়া আর অবস্থা বিশেষে পৃথক পৃথক বোধ হয়

তিলোত্তমা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনার মুখ থেকে এমন পবিত্র কথা শুন্লুম আর গুঢ় তত্ত্বের আভাস পে'লুম

অন্যান্য অপ্সরাগণ। আমাদের কাণ পবিত্র হ'ল—জীবন সার্থক হ'ল।

নারায়ণ। আচ্ছা, তোমরা এখন আমার সৃষ্ট রমণীদের সঙ্গে আশ্রমের অন্তভাগে গিয়ে আতিথ্য স্বীকার ক'রে, ফল মূলাদি আহার করগে, আর বিশ্রাম ক'রে স্বর্গধামে যাও এই উর্ব্বশীকে দেবরাজ ইন্দ্রকে উপঢৌকন দিয়েচি, তাঁ'র নিকট নিয়ে যাও আমার সৃষ্ট অন্যান্য কামিনীরাও তোমাদের সঙ্গে যা'ক এ'রাও বাসবের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হ'য়ে স্বর্গরাজ্যে বাস করুক। কামদেব, রতিদেবি! বসন্তঋতুরাজ তোমরাও সকলে নিজ নিজ স্থানে যাও আমি সকলকেই বল্চি আর কারুর এ'রকম ক'রে তপোভঙ্গ ক'ত্তে চেষ্টা ক'রো না

কাম। অপরাধ মার্জ্জনা করুন আমি স্বাধীন ন'ই নিজে কিছুই ক'রিনি।

রতি।— আমাদের সব দোষ ক্ষমা করুন

বসন্ত। আমি আশ্রমে এসে প্রথম উৎপাৎ আরম্ভ ক'রেছিলুম আমি সব অপরাধীর হ'তে জেবদা অপরাধী, আমাকে ক্ষমা করুন

নারায়ণ। তোমাদের মঙ্গল হ'ক ক্ষমা প্রথম হ'তেই ক'রে রেখেছি। তোমাদের জন্যও, আশ্রমের অন্য দিকে অতিথি-সৎকারের আয়োজন হ'য়েছে আতিথ্য স্বীকার ক'রে, আমাদের প্রীতি সাধন কর।

তিলোত্তমা। তবে আমরাও বিদায় হ'ই

রম্ভা। আমরা আশা-পথ চেয়ে র'ইলুম

ঘৃতাচী। আশা করি, অষ্টাবিংশ দ্বাপর শীঘ্র আস্‌বে

মেনকা। স্বর্গের সুখ আর আমাদের মনে নে'ই

মহাশ্বেতা। আপনার চরণ-যুগল যখনই পাই, কিন্তু আজ থেকেই আমরা আপনার দাসী

অন্যান্য অপ্সরাগণ। আজ থেকেই আমরা আপনার দাসী

তিলোত্তমা। আপনার আশ্বাস বাক্য শুনে, আমাদের মন খুসী হ'লেও, বিদায়ের সময় অতি কষ্টকর এই জন্য শেষ নিবেদন—

নারায়ণ। কি ব'ল্‌তে চাও?—বল।

তিলোত্তমা। মনের উচ্ছ্বাস শুনাতে চাই

নারায়ণ। শুনাও

তিলোত্তমা। হৃদয় কেটে দেখাবার হ'লে দেখাতুম। এই গানটি কৃপা ক'রে শুনুন

গান *

কি দেখিনু,—কি শুনিনু হে,—বুঝিনু এখন।—
এই বিশ্ব অসীম—অতল জলধির মতন॥

---

* খাম্বাজ—মধ্যমান

আমরা তরণী মত, ভাসিচি সতত,
সে সাগর বুকে, সুখে দুখে টল্ টল্ মন ॥
প্রবল বাসনা-বায়ু জোরেতে ঠেলিছে,
দেহ-তরি তবে ত, আনাগোনা করিছে,
বুদ্ধি-কর্ণধার ফিরাইছে, তা'রে অনুক্ষণ
কিন্তু অহঙ্কারের ঝড় উঠায়ে তুফান,
পাপের আঁধারে তা'র ঢাকে চোখ-কাণ,
তাই সে তরণী ডোবে, ক'রে বিপথে গমন ॥-
আবার হইছে মনে পুনঃ দরশনে,
তব পদ্ম পরশনে, মধুর মিলনে,
মনের বিষাদ যাবে, চিত্ত হ'বে বিনোদন
সিন্ধু নীর ধূম হয়ে, উঠিয়ে আকাশে,
ব'রি রূপ ধ'রে পুনঃ ভূতলেতে আসে,
ভিজাতে ভূধরে, সমতলদেশে, কিম্বা বন।
পড়ে তটিনী অন্দরে, কুল কুল স্বরে,
বদ্ধ হয়ে প্রস্রবণ তলে, মাটির ভিতরে,
মৃদু মৃদু রবে কহে সদা মনের বেদন।
ভাবে বিপদ অপার, শান্তি নেই তা'র,
পথ মেলা ভার, তবু ফেরে অনিবার,
—শান্তি কোথা তা'র, বিনা পুনঃ সাগরে মিলন ॥
সেই মত আশাতে বাঁধিয়ে হিয়ে কসি,
রাখি হৃদে তব অনুপম মুখ-শশি,
রহিনু ভুগিবারে, কঠোর কয়েদী-জীবন,
স্বর্গ হ'ল কারাবাস মোদের এখন,
আশ পথ পানে চেয়ে কাটাব জীবন,
খাঁচার ভিতরে বদ্ধ পোষা পাখীর মতন ॥
কিন্তু কয়েদী যেমন, থ কি কারাবাসে,
কভু কাঁদে; কারা-দুখ ভুলে, কভু হাসে;
কভু করে গান; আশা ক'রে স্বাধীনতা-ধন
তেমনি আমরা ভুলে সকল যাতনা,
তোমার মিলন আশে ক'রেছি বাসনা,—
হরিষে বিষাদে স্মরিব তব বিমল চরণ।

[যবনিকা পতন]